গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
১ম ১২ তলা সরকারি অফিস ভবন (১১ তলা)
সেগুনবাগিচা, ঢাকা- ১০০০
www.bkkb.gov.bd

বিষয়	:	**বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ৩৭তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী**
সভাপতি	:	জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী, সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ ও সময়	:	২৫ জুন, ২০২৩ তারিখ, রবিবার, সকাল: ১০.৩০ মিনিট
স্থান	:	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে ভার্চুয়াল প্লাটফর্ম এর মাধ্যমে। Zoom Meeting Id: 4055070685, Passcode: bkkb123
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট-ক

উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর তিনি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী কার্যপত্র উপস্থাপনের জন্য বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর মহাপরিচালক (সচিব) ও বোর্ডের সদস্য সচিব-কে অনুরোধ করেন। মহাপরিচালক সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী কার্যপত্র ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন।

আলোচ্যসূচি: ০১। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ৩৬তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ:
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক সভায় অবহিত করেন ৩৬তম বোর্ড সভা **১৭ এপ্রিল ২০২৩** তারিখ সোমবার বেলা ১১.০০ টায় সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে ভার্চুয়াল প্লাটফর্ম-এ অনুষ্ঠিত হয়। সভার কার্যবিবরণী সম্মানিত সদস্যবৃন্দের নিকট যথাসময়ে প্রেরণ করা করা হয়েছে। সম্মানিত সদস্যবৃন্দের নিকট হতে কোনরুপ সংশোধনী/মন্তব্য পাওয়া যায়নি। এ পর্যায়ে মহাপরিচালক সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন ৩৬তম সভার বাস্তবায়ন অগ্রগতির ২.৩ অংশে শেরেবাংলা নগরস্থ কমিউনিটি সেন্টার বোর্ডের উন্নয়নমূলক কাজের স্বার্থে র‌্যাবের নিকট হতে বোর্ড এর নিকট হস্তান্তর শিরোনামে আলোচনা অংশে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের শেরেবাংলা নগরস্থ কমিউনিটি সেন্টারের জমিতে বোর্ডের প্রধান কার্যালয় নির্মাণের লক্ষ্যে উল্লেখ রয়েছে, যা সংশোধন করে গ্যারেজ কাম ওয়ার্কশপ ও সার্ভিস সেন্টার নির্মাণের লক্ষ্যে সংযোজন করা যেতে পারে। এছাড়া বাস্তবায়ন অগ্রগতির ২.৪২ অংশে ৯.০ বিবিধ আলোচনার (ঘ) তে কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত মহিলা কর্মচারীদের জন্য ড্রাইভিং ট্রেনিং চালুকরণ এর (২) নং সিদ্ধান্ত অংশে প্রাথমিকভাবে সম্মানী প্রদানের ভিত্তিতে বিআরটিএ অথবা বিআরটিসি এর প্রশিক্ষকের মাধ্যমে সপ্তাহে ৫ দিন, প্রতিদিন ২ ঘন্টা করে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে এর স্থলে একটি পৃথক কর্মসূচি গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত বিআরটিসি এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের অপেক্ষাকৃত সাশ্রয়ীমূল্যে গাড়িচালনায় (Driving) প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে সংশোধন করা যেতে পারে। এ বিষয়ে সকল সদস্য একমত পোষণ করেন। অতঃপর অন্য কোন সংশোধনী/মন্তব্য না থাকায় ৩৬তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণীর বর্ণিত সিদ্ধান্ত সংশোধনপূর্বক দৃঢ়করণ করা হয়।

আলোচ্যসূচি: ০২। ৩৩তম, ৩৪তম, ৩৫তম ও ৩৬তম বোর্ড সভার গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:
সভায় বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর ৩৩তম, ৩৪তম, ৩৫তম ও ৩৬তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সভা: ৩৩তম বোর্ড সভা সভার তারিখ: ৮ মে, ২০২২			
ক্রমিক	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
২.১	**২.১ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের দিলকুশায় ১২ তলা ২টি কল্যাণ ভবন নির্মাণ প্রকল্প:** ৮ জুন, ২০২৩ তারিখ নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় হতে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের দিলকুশায় ১২ তলা ২টি কল্যাণ ভবন নির্মাণ প্রকল্পের DPP পাওয়া গেছে। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক এর সভাপতিত্বে পর্যালোচনা সভা করে পুনর্গঠিত DPP জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে যাচাই-বাছাই কমিটির বিবেচনার জন্য প্রেরণ করা হবে।	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক এর সভাপতিত্বে পর্যালোচনা সভা করে পুনর্গঠিত DPP জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে যাচাই-বাছাই কমিটির বিবেচনার জন্য প্রেরণ করতে হবে।	(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড; (২) প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর।
২.২	**২.২বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের চট্টগ্রাম আগ্রাবাদে বহুতল বাণিজ্যিক ভবন কাম শপিং কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প:** ০২ মে, ২০২৩ তারিখ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী	স্বল্পতম সময়ের মধ্যে নান্দনিক, দৃষ্টিনন্দন ও স্মার্ট/পরিবেশ বান্ধব স্থাপত্য নকশা প্রণয়নের বিষয়ে	(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড

CamScanner

	কল্যাণ বোর্ড এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কারিগরি ও প্রকৌশলগত দিক থেকে আরো নান্দনিক, দৃষ্টিনন্দন ও স্মার্ট/পরিবেশ বান্ধব স্থাপত্য নকশা প্রণয়নের বিষয়ে ০৬ জুন, ২০২৩ তারিখ প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর ও স্থাপত্য অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সভার সিদ্ধান্তমতে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা, গবেষণা ও উন্নয়ন) গণপূর্ত অধিদপ্তর ও স্থাপত্য অধিপ্তরের প্রতিনিধিবৃন্দ নিয়ে চট্টগ্রামের আগ্রাবাদের জায়গা সরেজমিন পরিদর্শন করবেন।	গণপূর্ত অধিদপ্তর ও স্থাপত্য অধিদপ্তরে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা, গবেষণা ও উন্নয়ন) গণপূর্ত অধিদপ্তর ও স্থাপত্য অধিপ্তরের প্রতিনিধিবৃন্দ নিয়ে দ্রুততম সময়ের মধ্যে চট্টগ্রামের আগ্রাবাদের জায়গা সরেজমিন পরিদর্শন করবেন।	(২) প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর; (৩) প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর।
২.৩	**২.৩ শেরেবাংলা নগরস্থ কমিউনিটি সেন্টার বোর্ডের উন্নয়নমূলক কাজের স্বার্থে র‍্যাবের নিকট থেকে বোর্ড এর নিকট হস্তান্তর:** শেরেবাংলা নগরস্থ কমিউনিটি সেন্টারের ভূমিতে বোর্ডের গ্যারেজ কাম ওয়ার্কশপ ও সার্ভিস সেন্টার নির্মাণের জন্য র‍্যাবের নিকট থেকে কমিউনিটি সেন্টারটি বোর্ড এর নিকট বুঝিয়ে দেয়ার জন্য জননিরাপত্তা বিভাগে ০৩ মে, ২০২৩ তারিখ পত্র প্রেরণ করা হয়। পাশাপাশি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ১৩ জুন, ২০২৩ তারিখ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, র‍্যাব এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে কমিউনিটি সেন্টারটি সর্বপ্রথম ০৬ নভেম্বর, ২০০৮ তারিখ হতে র‍্যাব-২ কে ভাড়া প্রদান করা হয়। বিভিন্ন সময় চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। সর্বশেষ ৬ মার্চ, ২০২৩ তারিখ র‍্যাব-২ এর সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়। আগামী ৩০ জুন, ২০২৩ তারিখ চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত পত্রের জবাব দ্রুত প্রেরণ করতে হবে। পত্র প্রাপ্তির পর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড; (২) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
২.৪	**২.৪ রংপুর, ময়মনসিংহ ও বরিশাল এ বোর্ডের মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টারের জন্য খাস জমি বরাদ্দ/জমি অধিগ্রহণ:** (ক) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণের জন্য প্রতীকী মূল্যে ভূমি বন্দোবস্ত প্রদানের বিষয়ে ১৪ মার্চ, ২০২৩ তারিখ বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসক, রংপুর-কে পত্র মারফত অনুরোধ করা হয়েছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর ০২ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড অনুকূলে প্রতীকী মূল্যে ভূমি বন্দোবস্ত প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করে জেলা প্রশাসক, রংপুরকে পত্র প্রেরণ করেছেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষার জন্য পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, রংপুরকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, জেলা প্রশাসক এর কার্যালয় রংপুর হতে ০১ জুন, ২০২৩ তারিখ বাংলাদেশ বেতারের অনুকূলে অধিগ্রহণকৃত জমির মধ্যে ৪৬৭১ দাগের ০.৬৬ একর জমির বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে মতামত প্রদানের জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি), রংপুর সদরকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	(ক) স্বল্পতম সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ বেতার, রংপুর এর অনুকূলে অধিগ্রহণকৃত ভূমি রিজিউম করে অপরাপর সংস্থাকে যেভাবে বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে একই পদ্ধতি অবলম্বন করে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর অনুকূলে প্রতীকী মূল্যে ভূমি বন্দোবস্ত প্রদানের বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	(১) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (২) বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর; (৩) পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, রংপুর; (৪) জেলা প্রশাসক, রংপুর।
	(খ) বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ ২৯ মার্চ, ২০২৩ তারিখ নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ এর পরিচালক কে Land Use Plan এ মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টার অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে পত্র প্রেরণ করেছেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষার জন্য পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, ময়মনসিংহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ১১জুন, ২০২৩ তারিখ বিভাগীয় কার্যালয় ময়মনসিংহ হতে প্রাপ্ত পত্র হতে জানা যায় যে, বিভাগীয় সমন্বিত অফিস ভবনে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড,	(খ) Land Use Plan এ মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টার এর জন্য পৃথক জায়গার ব্যবস্থা রাখার বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	(১) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (২) বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ; (৩) পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, ময়মনসিংহ

CamScanner

	বিভাগীয় কার্যালয়, ময়মনসিংহ অফিস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং সেখানে মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য পৃথক কক্ষের (চাহিদা অনুযায়ী) ব্যবস্থা করা যাবে। (গ) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়, বরিশাল এর মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণের বিষয়ে বরিশাল সদর উপজেলাধীন জে.এল ২৯ নম্বর ডেফুলিয়া মৌজার এসএ ১ নং খাস খতিয়ানভুক্ত ১(এক) একর খাস জমি প্রতীকী মূল্যে বন্দোবস্ত প্রদানের অনুরোধ জানিয়ে জেলা প্রশাসক, বরিশালকে ৩ মে, ২০২৩ তারিখ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। পত্রের অগ্রগতির বিষয়ে জানতে চেয়ে বিভাগীয় কার্যালয়, বরিশালের পরিচালককে পত্র প্রদান করা হয়েছে। একইসাথে আয়বর্ধনমূলক প্রকল্প গ্রহণের জন্য শহরের মধ্যে খাস কিংবা ভিপি জমি বরাদ্দ প্রদানের বিষয়ে অনুরোধ করে জেলা প্রশাসক ও বিভাগীয় কমিশনার বরিশালকে ৩ মে, ২০২৩ তারিখ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বিভাগীয় কার্যালয় বরিশাল হতে ৫ জুন, ২০২৩ তারিখ পত্রের মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে, বরিশাল সদরের লুকাস কম্পাউন্ডে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয় ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণের জন্য জমি বরাদ্দ প্রদানের বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক, বরিশাল আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।	 (গ) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়, বরিশাল এর মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ এবং বোর্ডের আয়বর্ধনমূলক প্রকল্প গ্রহণের জন্য শহরের মধ্যে খাস কিংবা ভিপি জমি বরাদ্দ প্রদানের বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক, বরিশাল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	(৪) পরিচালক, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ। (১) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (২) বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল; (৩) পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, বরিশাল; (৪) জেলা প্রশাসক, বরিশাল।
২.৫	**২.৫ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয়, খুলনায় অবস্থিত কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ প্রকল্প:** স্বল্পতম সময়ের মধ্যে স্থাপত্য নকশা, ডিজাইন এবং ব্যয় প্রাক্কলন সম্পন্ন করার বিষয়ে স্থাপত্য অধিদপ্তর, গণপূর্ত অধিদপ্তর, খুলনা ও পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, খুলনাকে ৩১ মে, ২০২৩ তারিখ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	বিভাগীয় কার্যালয়, খুলনার পরিচালক এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে স্থাপত্য নকশা, ডিজাইন এবং ব্যয় প্রাক্কলন সম্পন্ন করে তা প্রধান কার্যালয়, ঢাকায় প্রেরণ করতে হবে।	(১) পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, খুলনা
২.৬	**২.৬ স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচি ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শূণ্যপদের বিপরীতে জনবল নিয়োগ:** "স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচি ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চাকুরী নীতিমালা- ১৯৯৮" অনুযায়ী 'স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচি' ও 'মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র' এর ৯২টি শূণ্যপদের মধ্যে ৬৩টি শূণ্যপদে সরাসরি জনবল নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।	দ্রুততম সময়ের মধ্যে "স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচি ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চাকুরী নীতিমালা- ১৯৯৮" অনুযায়ী অবশিষ্ট ২৯টি শূণ্যপদের মধ্যে সরাসরি নিয়োগযোগ্য পদের বিপরীতে জনবল নিয়োগ প্রদান করতে হবে।	(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
২.৭	**২.৭ জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের দেশে-বিদেশে চিকিৎসা অনুদান আমৃত্যু পর্যন্ত প্রদান:** বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (সংশোধন) আইন, ২০২৩ এর সংশ্লিষ্ট ৬ (ব) ধারা তে কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীর জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের ক্ষেত্রে দেশে-বিদেশে চিকিৎসার জন্য আমৃত্যু অনুদান প্রদানের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে সংশোধনের প্রস্তাব ০৭ মে, ২০২৩ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (সংশোধন) আইন, ২০২৩ প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।	(১) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
২.৮	**২.৮ বান্দরবান জেলা শহরে কল্যাণ বোর্ডের ১ (এক) একর জমিতে রেস্টহাউস কাম রিসোর্ট নির্মাণ:** বান্দরবান জেলা শহরে কল্যাণ বোর্ডের ১ (এক) একর জমির সীমানা চিহ্নিতকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ৩১ মে, ২০২৩ তারিখ প্রধান কার্যালয় হতে জেলা প্রশাসক, বান্দরবান-কে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। তাছাড়া বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রামের পরিচালক বন্দোবস্তকৃত ভূমির সীমানা ও চৌহদ্দি নির্ধারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ০৮ জুন, ২০২৩ তারিখ পত্রের মাধ্যমে জেলা প্রশাসক বান্দরবানকে অনুরোধ করেছেন।	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রামের পরিচালক জমির প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ উপস্থিত থেকে জেলা প্রশাসক, বান্দরবান এর মাধ্যমে সীমানা চিহ্নিতকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	(১) বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম; (২) পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম; (৩) জেলা প্রশাসক, বান্দরবান।

CamScanner

২.৯	**২.৯ পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটায় রেস্টহাউজ কাম রিসোর্ট নির্মাণের জন্য ভূমি বরাদ্দের ব্যবস্থা:** ২২ জুন, ২০২৩ তারিখ পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটার জমির মামলার সার্টিফাইড কপি পাওয়া গেছে। বোর্ডের সিদ্ধান্তমতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী আইনানুগভাবে মামলা নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	(১) বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল; (২) পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, বরিশাল; (৩) জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী।
২.১০	**৩.০ সরকারি কর্মচারীদের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন (প্রতিবন্ধী) সন্তানদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন:** সরকারি কর্মচারীর বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন/প্রতিবন্ধী সন্তানদের বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে জমির সীমানায় সিমেন্টের খুঁটিসহ কাঁটাতারের বেড়া ও মাটি ভরাটের জন্য ১,৪৩,৪৭,৬২৪/- টাকা বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের PL হিসাবে (হিসাব নম্বর: ১৩১০০০৯০০) জমা হয়েছে। বোর্ড এর সিদ্ধান্তমতে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড; (২) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
২.১১	**৪.০ স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচির যাত্রীভাড়া বৃদ্ধি:** ০১ জুলাই, ২০২২ তারিখ হতে কিলোমিটার প্রতি ২৫% ভাড়া বৃদ্ধির হার কার্যকর করা হয়েছে।	বাস্তবায়িত।	
২.১২	**৫.০ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃকবিআরটিসি হতে ভাড়াকৃত বাসের ভাড়া বৃদ্ধি:** ০১ জুলাই, ২০২২ তারিখ থেকে বিআরটিসি হতে ভাড়াকৃত বাসসমূহের ভাড়া কিলোমিটার প্রতি ২৫% বৃদ্ধির হার কার্যকর করা হয়েছে।	বাস্তবায়িত।	
২.১৩	**৬.০ স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচির অধীনে স্টাফবাস ক্রয়:** বিশেষ গুরুত্ব বিবেচনাপূর্বক জরুরি ভিত্তিতে স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচির বাস্তব অবস্থা ও সার্বিক বিবেচনায় কমপক্ষে ১২টি বড়বাস এবং ৪টি মিনিবাসসহ মোট ১৬টি বাস ক্রয়ের অনুমতি প্রদানের জন্য ০৩ মে, ২০২৩ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। ১২টি বড়বাস এবং ৪টি মিনিবাসসহ মোট ১৬টি বাস ক্রয়ের সম্মতি প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে ০৭ জুন, ২০২৩ তারিখ অর্থ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহপূর্বক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।	(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড; (২) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
২.১৪	**৭.০ স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচি ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নতুন পদ সৃষ্টি:** বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচিতে মেকানিকের ২টি, দারোয়ানের ৫টি এবং মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সুপারভাইজারের ৪টি, প্রশিক্ষিকার ১০টি, দারোয়ানের ১০টি সহ সর্বমোট ৩১টি নতুনপদ সৃজন করা হয়েছে।	দ্রুততম সময়ের মধ্যে "স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচি ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চাকুরী নীতিমালা-১৯৯৮" অনুযায়ী শূণ্যপদসমূহে জনবল নিয়োগ প্রদান করতে হবে।	(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
২.১৫	**৮.০ স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচি ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পদসমূহ সংরক্ষণ:** বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচির ১৬৩টি পদ এবং মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৪৭টি পদসহ ২১০টি পদ ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত সংরক্ষণ (Retention) করা হয়েছে।	বাস্তবায়িত।	
২.১৬	**৯.০ স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচি ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মরত কর্মচারীদগণের দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধিকরণ:** স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচি ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মরত কর্মচারীগণের চাকুরিরত অবস্থায় মৃত্যুতে দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুদান	বাস্তবায়িত।	

	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকার স্থলে ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা এবং পরিবারের সদস্যদের মৃত্যুতে দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুদান ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা প্রদান করা হচ্ছে।		
২.১৭	**১০.০ কল্যাণভাতা-যৌথবীমা অনুদানের ক্ষেত্রে নির্ভরশীল সদস্যের বয়সসীমা নির্ধারণ:** সরকারি কর্মচারীগণের পেনশন সহজিকরণ আদেশ, ২০২০ এর ৩.০৪ এর বিধান অনুযায়ী পুত্র সন্তানের বয়সসীমা ২৫ বছর। সে ক্ষেত্রে পুত্র সন্তান ও অবিবাহিত কন্যা সন্তানের বয়সসীমা ২৫ বছর এবং নাবালক ভাই/বোন এর বয়সসীমা ১৮ বছর হবে। অন্যদিকে, কর্মচারীর তালাকপ্রাপ্ত/ বিধবা কন্যা/ বোন যেকোন বয়সে নির্ভরশীল হিসেবে বিবেচিত হবেন। এছাড়া কর্মচারীর প্রতিবন্ধী সন্তান যদি দৈহিক বা মানসিক অক্ষমতার কারণে স্থায়ীভাবে কর্মক্ষমতাহীন হয়ে উপার্জনে অক্ষম হয়, তিনি যেকোন বয়সে নির্ভরশীল হিসেবে বিবেচিত হবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বোর্ড সভার গৃহীত সিদ্ধান্তমতে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।	বাস্তবায়িত।	
২.১৮	**১১.০ শিক্ষাবৃত্তি অনুদান সংক্রান্ত বিভাগীয় বাছাই ও উপকমিটি এবং কেন্দ্রীয় বাছাই ও উপকমিটির সম্মানী প্রদান:** বিভাগীয় বাছাই কমিটির সম্মানী ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা, বিভাগীয় উপকমিটি ও কেন্দ্রীয় বাছাই কমিটির সম্মানী ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা এবং কেন্দ্রীয় উপকমিটির সম্মানী ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা করা হয়েছে।	বাস্তবায়িত।	
২.১৯	**১২.০ বিবিধ: (ক) জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান সংক্রান্ত বাছাই কমিটি ও ব্যবস্থাপনা কমিটি পুনর্গঠন:** জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে পুনর্গঠিত বাছাই কমিটি ও ব্যবস্থাপনা কমিটি বহাল রয়েছে এবং উক্ত কমিটির মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। **(খ) সম্মানী ভাতা বৃদ্ধি ভূতাপেক্ষ অনুমোদন: <u>বোর্ড সভা:</u>** বোর্ড সভার সম্মানী ৩,০০০/-(তিন হাজার) টাকার স্থলে ৫,০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকা বৃদ্ধির প্রস্তাব ভূতাপেক্ষ অনুমোদন করা হয়। অনুমোদিত হারে সম্মানী প্রদান করা হচ্ছে। **<u>সাধারণ চিকিৎসা অনুদান:</u>** বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে বাছাই কমিটির সদস্যদের সম্মানী ১,০০০/- (এক হাজার) টাকার স্থলে ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা এবং উপকমিটির সদস্যদের সম্মানী ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকার স্থলে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। অনুমোদিত হারে সম্মানী প্রদান করা হচ্ছে। **<u>জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান:</u>** বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে বাছাই কমিটি ও ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রত্যেক সদস্যের সম্মানী ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকার স্থলে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। অনুমোদিত হারে সম্মানী প্রদান করা হচ্ছে। **(গ) সাধারণ চিকিৎসার আবেদন ফরম যুগোপযোগীকরণ:** সাধারণ চিকিৎসা অনুদানের সংশোধিত আবেদন ফরম অনুমোদন করা হয়। সংশোধিত ফরমের মাধ্যমে অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। **(ঘ) মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কোর্স ফি বৃদ্ধিকরণ:** কম্পিউটার (গ্রাফিক্স/অফিস) কোর্স, কনফেকশনারি কোর্স ও বিউটিফিকেশন কোর্সের কোর্স ফি (তিন মাস) ৫০০/- (পাঁচশত) টাকার স্থলে ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্ধিত হারে কোর্স ফি আদায় করা হচ্ছে। **(ঙ) মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে স্পোকেন ইংলিশ ও**	(ক) বাস্তবায়িত। (খ) বাস্তবায়িত। (গ) বাস্তবায়িত। (ঘ) বাস্তবায়িত। (ঙ) দ্রুততম সময়ে স্পোকেন	(ঙ) মহাপরিচালক,

	ফ্রিল্যান্সিং কোর্স চালু এবং প্রাথমিক পরিচর্যা কোর্স বাতিল: প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কোর্সটি বাতিল করা হয়েছে। ০৩ (তিন) মাস মেয়াদী স্পোকেন ইংলিশ কোর্স এখনও চালু করা সম্ভব হয়নি। ফ্রিল্যান্সিং কোর্স চালু করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ১ম ব্যাচের কোর্স সম্পন্ন হয়েছে এবং ২য় ব্যাচের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কোর্স ফি ১,০০০/- টাকা আদায় করা হচ্ছে। **(চ) স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচিতে আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবা গ্রহণের জন্য ০৫ (পাঁচ) জন গাড়িচালক (ভারী) এর সেবা গ্রহণের ভূতাপেক্ষ অনুমোদন:** আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় ০৫ (পাঁচ) জন গাড়িচালকের সেবা গ্রহণের বিষয়টি ভূতাপেক্ষ অনুমোদন করা হয়। বর্তমানে ০১ (এক) জন গাড়িচালকের সেবা গ্রহণ করা হচ্ছে। **(ছ) জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা এবং সাধারণ চিকিৎসা অনুদানের আবেদন অনলাইনে গ্রহণের ব্যবস্থা চালু:** বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের সকল সেবা "Single Sign On (SSO)' System এ আনায়নের জন্য ToR প্রস্তুতির কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। জটিল ও ব্যয়বহুল রোগ এবং সাধারণ চিকিৎসা অনুদানের আবেদন গ্রহণ ও নিষ্পত্তির কার্যক্রম অনলাইনের মাধ্যমে সম্পাদনের বিষয়টি সহজিকরণ করে ToR এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। **(জ) স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানকে বোর্ডের অন্তর্ভুক্তকরণ:** কমিটি গঠনের মাধ্যমে তালিকাভুক্ত যে সব প্রতিষ্ঠান সেবা গ্রহণে তৎপর নয় সে সকল প্রতিষ্ঠানসমূহকে বোর্ডের তালিকা হতে বাদ দিতে হবে। অন্যদিকে, যে সব প্রতিষ্ঠান তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন করেছেন তাদের কার্যক্রম কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাই করে বোর্ডের তালিকাভুক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সে পরিপ্রেক্ষিতে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য ১৩ জুন, ২০২২ তারিখ ৫ (পাঁচ) সদস্যবিশিষ্ট ১টি কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী ৩৭তম বোর্ড সভার আলোচ্যসূচি-৩ এ প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়েছে।	ইংলিশ কোর্স চালু করতে হবে। (চ) অবশিষ্ট ০৪ (চার) জন গাড়িচালকের সেবা গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (ছ) স্বল্পতম সময়ের মধ্যে জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান এবং সাধারণ চিকিৎসা অনুদানের আবেদন অনলাইনে গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি আবেদনের সাথে সংযুক্তিসমূহের হার্ড কপি গ্রহণ করতে হবে। (জ) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের বিদ্যমান আইন-কানুন পর্যালোচনা করে যে সব প্রতিষ্ঠান সেবা গ্রহণে তৎপর নয় সে সকল প্রতিষ্ঠানকে বোর্ডের তালিকা হতে বাদ দিতে হবে। নতুনভাবে আবেদনকৃত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে যে সকল প্রতিষ্ঠান iBAS++ পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সেসকল প্রতিষ্ঠানকে বোর্ডের তালিকাভুক্ত করতে হবে।	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (চ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (ছ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (জ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
	সভা: ৩৪তম বোর্ড সভা সভার তারিখ: ৩০ অক্টোবর, ২০২২		
২.২০	**২.১ মতিঝিল মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টারের নিজস্ব ভূমিতে ২টি বেইজমেন্টসহ ১০তলা বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ:** ১৮ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জরুরিভিত্তিতে ভবনের স্থাপত্য নকশা ও ডিপিপি প্রণয়নের জন্য প্রধান স্থপতি ও প্রধান প্রকৌশলীকে ১৬ মে, ২০২৩ তারিখ পত্র প্রেরণ করা হয়। স্বল্পতম সময়ের মধ্যে ডিপিপি প্রস্তুত করে বোর্ডে প্রেরণের অনুরোধ করে ৬ জুন, ২০২৩ তারিখ প্রধান প্রকৌশলী ও প্রধান স্থপতিকে তাগিদপত্র-১ প্রেরণ করা হয়েছে।	স্বল্পতম সময়ের মধ্যে ভবনের স্থাপত্য নকশা ও ডিপিপি প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত করতে হবে।	(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড; (২) প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর; (৩) প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর।
২.২১	**৩.০ চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডে প্রবীণ নিবাস (বৃদ্ধাশ্রম) ও সরকারি কর্মচারীর সন্তানদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আবাসিক সুবিধা সম্বলিত মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণের নীতিগত অনুমোদন প্রদান:** চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলাধীন	চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলাধীন জঙ্গল সলিমপুর মৌজায় নূন্যতম ২০ (বিশ) একর সরকারি জমি প্রতীকী মূল্যে	(১) বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম; (২) পরিচালক,

	জঙ্গাল সলিমপুর মৌজায় প্রবীণ নিবাস (বৃদ্ধাশ্রম) ও সরকারি কর্মচারীর সন্তানদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আবাসিক সুবিধা সম্বলিত মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণের নূন্যতম ২০ (বিশ) একর সরকারি জমি প্রতীকী মূল্যে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদানের বিষয়ে জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রামকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ২৮ মার্চ, ২০২৩ তারিখ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। পূর্বে প্রেরিত পত্রের ধারাবাহিকতায় জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রামকে অনুরোধ করে ৮ জুন, ২০২৩ তারিখ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদানের বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম; (৩) জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম।
২.২২	**৪.০ কল্যাণভাতা, যৌথবীমা ও দাফন অনুদানের আবেদন দাখিলের ক্ষেত্রে সময়সীমা নির্ধারণ:** (ক) কর্মচারীর মৃত্যুর পর ৩ বছরের মধ্যে প্রাপ্ত আবেদন বিভাগীয় পরিচালকগণ নিষ্পত্তি করবেন; (খ) কর্মচারীর মৃত্যুর পর ৩ বছরের অধিক ৫ বছরের মধ্যে প্রাপ্ত আবেদন মহাপরিচালক নিষ্পত্তি করবেন; (গ) অক্ষমতাজনিত কারণে কোন কর্মচারী অবসরে গমন করলে কল্যাণ ভাতার আবেদন একইভাবে নিষ্পত্তি হবে; (ঘ) দেওয়ানী মামলা বা অন্য কোন ধরনের আইনগত কারণে আবেদন নিষ্পত্তিতে সময়সীমা থাকবে না। বোর্ড সভার উপরিউক্ত সিদ্ধান্তমতে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	বাস্তবায়িত।	
২.২৩	**৫.০ বিবিধ: (ক) সরকারি কর্মচারী কল্যাণ ডেস্ক স্থাপন:** কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দকে বিদেশ ভ্রমণে বিমানবন্দরে সহয়তা প্রদানের লক্ষ্যে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় কল্যাণ ডেস্ক স্থাপনের বিষয়ে ৩(তিন) সদস্য বিশিষ্ট ১(এক) টি কমিটি গঠন করা হয়েছে। গঠিত কমিটি ৪ জুন, ২০২৩ তারিখ বিমানবন্দরের টার্মিনাল-১ ও ২ এর আগমন ও বহির্গমন ফ্লোরে অবস্থিত সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্থাপিত ফ্রন্টডেস্ক, হেল্পডেস্ক, লাউঞ্জসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন করে একটি প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রতিবেদনটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ০৬ জুন, ২০২৩ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। একটি পৃথক কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে কল্যাণ ডেস্ক পরিচালনা করা যাবে। উল্লেখ্য যে, প্রস্তাবিত অর্গানোগ্রামে হেল্পডেস্ক পরিচালনার উপযোগী জনবলের চাহিদা প্রদান করা হয়েছে। **(খ) বিমানবন্দরে ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহার:** বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর নির্ধারিত আবেদন ফরমে প্রাধিকারপ্রাপ্ত পিআরএল ভোগরত কর্মকর্তাবৃন্দ বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহারের জন্য আবেদন করলে বোর্ড কর্তৃক ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহারের বিষয়ে সহযোগিতা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। **(গ) ফিজিওথেরাপি সেন্টার স্থাপন:** ফিজিওথেরাপি সেন্টার স্থাপন বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের **বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে** অন্তর্ভুক্ত থাকায় বোর্ডের অনুমোদনক্রমে ১ জুন, ২০২৩ তারিখ বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির "অবসর ভবন", জিগাতলা, ঢাকায় ফিজিওথেরাপির আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ১৪ জুন, ২০২৩ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পত্রের মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড ও বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির	(ক) সিভিল অ্যাভিয়েশন এর সাথে যোগাযোগ করে লাউঞ্জ সুবিধাসহ কল্যাণ ডেস্ক স্থাপন করতে হবে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে একটি সভা আহবান করবে। (খ) বাস্তবায়িত। (গ) "অবসর ভবন", জিগাতলা, ঢাকায় ফিজিওথেরাপি সেন্টার স্থাপনের বিষয়ে ভূতাপেক্ষ অনুমোদন প্রদান করা হয়।	(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড; (২) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড;

	মধ্যে স্বাক্ষরের জন্য খসড়া সমঝোতা স্মারক অনুমোদনের বিষয়টি অর্থ বিভাগে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ বিষয়ে উল্লেখ্য, **বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪ এর ১৪ (৫) ধারায় "কল্যাণ তহবিল হইতে কর্মচারীদের কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা হইবে"** মর্মে উল্লেখ রয়েছে। বোর্ডের অনুমোদনক্রমে কল্যাণ তহবিল ও যৌথবীমা তহবিলের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে **বিধিমালা, ২০০৬ এর ২১ বিধিতে "কল্যাণ তহবিল ও যৌথবীমা তহবিলের ব্যয়ের ক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হইলে স্ব স্ব তহবিল হইতে ব্যয় করা যাইবে"** মর্মে উল্লেখ রয়েছে।		
সভা: ৩৫তম বোর্ড সভা **সভার তারিখ: ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩**			
২.২৪	**৩.০ কল্যাণ তহবিল মাসিক চাঁদা ও যৌথবীমা প্রিমিয়াম বৃদ্ধি:** সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মূলবেতনের ১% হারে কল্যাণ তহবিলের চাঁদা এবং প্রজাতন্ত্রের অসামরিক কাজে নিয়োজিত ১-২০ গ্রেডের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর মূলবেতনের ০.৭০% হারে যৌথবীমা প্রিমিয়াম সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময় হতে কর্তনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে ৩০ মার্চ, ২০২৩ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সুবিধাজনক সময়ে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	(১) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
২.২৫	**৪.০ বোর্ডের অনুদান বৃদ্ধি:** বোর্ড সভার সিদ্ধান্তের আলোকে সরকারি কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের অনুকূলে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে প্রদত্ত অনুদানের পরিমাণ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময় হতে বৃদ্ধির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে ৩০ মার্চ, ২০২৩ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সুবিধাজনক সময়ে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	(১) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
২.২৬	**৫.০ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের সন্তানদের জন্য মেধাবৃত্তি প্রদান:** জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে ১৫ জুন, ২০২৩ তারিখ "সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীর মেধাবী সন্তানদের মেধাবৃত্তি প্রদান সংক্রান্ত নির্দেশিকা-২০২৩" এর বিষয়ে কতিপয় সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় সংশোধন করে সংশোধিত খসড়া নির্দেশিকা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনামতে সংশোধন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রয়োজনীয় সংশোধন শেষে তা দ্রুততম সময়ের মধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় সংশোধন শেষে "সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীর মেধাবী সন্তানদের মেধাবৃত্তি প্রদান সংক্রান্ত নির্দেশিকা-২০২৩" জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
২.২৭	**৬.০ কর্মচারীর বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন সন্তানদের আজীবন কল্যাণভাতা প্রদান:** পরিসংখ্যান ব্যুরো ও সমাজসেবা অধিদপ্তর হতে সুবর্ণকার্ডধারী প্রতিবন্ধী সন্তানদের তথ্যসম্বলিত তালিকা প্রেরণের অনুরোধ করে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে ১৫ মে ২০২৩ তারিখ পত্র প্রেরণ করা হয়। তালিকা পাওয়ার পর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হবে। উল্লেখ্য, ২১ জুন, ২০২৩ তারিখ পুনরায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। তথ্য প্রাপ্তির বিষয়ে ব্যক্তিগত পর্যায়েও যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।	পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং সমাজসেবা অধিদপ্তর হতে সুবর্ণকার্ডধারী প্রতিবন্ধী সন্তানদের তথ্য পাওয়ার বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অনুরোধ করতে হবে।	(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড; (২) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
২.২৮	**৭.০ বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে সীমিত আকারে স্বাস্থ্য সেবা চালুকরণ:** জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে ১৫ জুন, ২০২৩ তারিখ "চিকিৎসক নিয়োগ নির্দেশিকা-২০২৩" সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় সংশোধন করে সংশোধিত খসড়া নির্দেশিকা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনামতে সংশোধন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রয়োজনীয় সংশোধন শেষে তা	দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় সংশোধন শেষে "চিকিৎসক নিয়োগ নির্দেশিকা-২০২৩" জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড

	দ্রুততম সময়ের মধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।		
২.২৯	**৮.০ সরকারি কর্মচারীদের জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান প্রদানে স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী)-কে অন্তর্ভুক্তকরণ:** বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (সংশোধন) আইন, ২০২৩ এর সংশ্লিষ্ট ৬ (ঝ) ধারা তে সরকারি কর্মচারীগণের জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান প্রদানে স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী) এবং নির্ভরশীল ছেলে-মেয়েদের অন্তর্ভুক্ত করে সংশোধনের প্রস্তাব ৭ মে, ২০২৩ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (সংশোধন) আইন, ২০২৩ প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।	(১) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
২.৩০	**৯.০ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির সহায়তায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য প্যাথলজিক্যাল ল্যাব সেবা প্রদান:** ১৪ জুন, ২০২৩ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পত্রের মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড ও বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির মধ্যে স্বাক্ষরের জন্য খসড়া সমঝোতা স্মারক অনুমোদনের বিষয়টি অর্থ বিভাগে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ বিষয়ে উল্লেখ্য, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪ এর ১৪ (৫) ধারায় "কল্যাণ তহবিল হইতে কর্মচারীদের কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা হইবে" মর্মে বিধান রয়েছে। বোর্ডের অনুমোদনক্রমে কল্যাণ তহবিল ও যৌথবীমা তহবিলের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে বিধিমালা, ২০০৬ এর ২১ বিধিতে "কল্যাণ তহবিল ও যৌথবীমা তহবিলের ব্যয়ের ক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হইলে স্ব স্ব তহবিল হইতে ব্যয় করা যাইবে" মর্মে উল্লেখ রয়েছে।	অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির সহায়তায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের জন্য প্যাথলজিক্যাল ল্যাব সেবা প্রদানের ভূতাপেক্ষ অনুমোদন প্রদান করা হয়।	(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড; (২) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
২.৩১	**১০.০ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর আইন সংশোধন:** বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (সংশোধন) আইন, ২০২৩ প্রস্তুত করে ৭ মে, ২০২৩ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (সংশোধন) আইন, ২০২৩ প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।	(১) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
২.৩২	**১২.০ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের একটি নিজস্ব লোগো অনুমোদন:** পেশাদার নক্সাকারদের নিকট হতে ০২টি লোগো ডিজাইন পাওয়া গেছে, যা বোর্ডের কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বোর্ডের কার্যক্রমকে প্রতিফলিত করে এরকম স্মার্ট লোগো আহবান করে ১৫ জুন, ২০২৩ তারিখ ০২টি জাতীয় পত্রিকায় পুনঃবিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয়েছে। পুনঃবিজ্ঞপ্তিটি ২০ জুন, ২০২৩ তারিখ "দৈনিক ইত্তেফাক" ও "দি ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। স্মার্ট লোগো ডিজাইন জমা প্রদানের সর্বশেষ তারিখ ২০ জুলাই, ২০২৩ ।	বিজ্ঞপ্তির শর্তানুসারে পেশাদার নক্সাকারের নিকট হতে স্মার্ট লোগো পাওয়া গেলে তা অনুমোদনের জন্য পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপন করতে হবে। বহুল প্রচারের জন্য বিজ্ঞপ্তির কপি সকল বিভাগীয় কমিশনার ও পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়ের অনুকূলে প্রেরণ করতে হবে।	(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড; (২) বিভাগীয় কমিশনার (সকল) (৩) বিভাগীয় পরিচালক (সকল)
২.৩৩	**১৩.০ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে জীবন বীমা সেবার আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অধীনে একটি বীমা কোম্পানি গঠন:** একটি স্বতন্ত্র জীবন বীমা কোম্পানি গঠন এবং পরামর্শক নিয়োগ ও পরামর্শকের কার্যপরিধি নির্ধারণে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন জ্ঞাপনের অনুরোধ করে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে ১১ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পাওয়া গেলে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড; (২) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
২.৩৪	**১৪.০ ২৪ নভেম্বর, ২০২২ এ অনুষ্ঠিত বোর্ড এর কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক কর্মশালার সুপারিশ/ প্রস্তাবনা অবহিতকরণ:** বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের কার্যক্রম পর্যালোচনা ও ভবিষ্যৎ রূপরেখা প্রণয়ন বিষয়ক কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত সুপারিশ/প্রস্তাবনার উপর সকল বিভাগীয়	সমন্বিত সুপারিশ/প্রস্তাবনাসমূহ নিয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় একটি কর্মশালার আয়োজন করবে।	(১) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

CamScanner

	কমিশনার/জেলা প্রশাসকগণের নিকট হতে সুপারিশ/প্রস্তাবনা পাওয়া গেছে। জাতীয় পর্যায়ে প্রাপ্ত সুপারিশ/প্রস্তাবনা এবং বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসকগণের নিকট হতে প্রাপ্ত সুপারিশ/প্রস্তাবনাসমূহ একত্রিত করে সমন্বিত সুপারিশ/প্রস্তাবনা ১৫ জুন, ২০২৩ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।		
২.৩৫	**১৫.০ বিবিধ:** (ক) আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ২টি গাড়ি ভাড়ার বিষয়ে "দৈনিক ইত্তেফাক" ও "দি ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস" পত্রিকায় ২৫ মে ২০২৩ তারিখ পুনঃদরপত্র বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে ৩টি দরপত্র পাওয়া গেছে। দরপত্র মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	(ক) প্রাপ্ত দরপত্র মূল্যায়ন শেষে গাড়ি ভাড়ার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	(ক) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড;
	(খ) (১) আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে বিভাগীয় কার্যালয়, খুলনা ও সিলেটের ২টি শূন্য পদে ২ জন পরিচ্ছন্নতাকর্মী নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ১২ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখ পত্র প্রেরণ করা হয়। ৬ জুন, ২০২৩ তারিখ এ বিষয়ে গৃহীত হালনাগাদ তথ্য প্রেরণের জন্য তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়েছে। আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ১ জন পরিচ্ছন্নতাকর্মীর সেবা ক্রয়ের অনুমোদন চেয়ে ৭ জুন, ২০২৩ তারিখ বিভাগীয় কার্যালয়, সিলেট হতে পত্র পাওয়া যায়। সে পরিপ্রেক্ষিতে বোর্ডের প্রধান কার্যালয় হতে ২০ জুন, ২০২৩ তারিখ আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে পরিচ্ছন্নতাকর্মীর সেবা ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।	(খ) (১) আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে বিভাগীয় কর্যালয়, খুলনার ১টি শূন্য পদে ১ জন পরিচ্ছন্নতাকর্মী নিয়োগের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	(খ) (১) পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, খুলনা
	(২) পরিচ্ছন্নতাকর্মী পদের সংখ্যা প্রয়োজনানুসারে বৃদ্ধি করে সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	(২) সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদিত হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	(খ)(২) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
সভা: ৩৬তম বোর্ড সভা **সভার তারিখ: ১৭ এপ্রিল, ২০২৩**			
২.৩৬	**৩.০ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর আইন সংশোধন:** বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (সংশোধন) আইন, ২০২৩ প্রস্তুত করে ৭ মে, ২০২৩ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (সংশোধন) আইন, ২০২৩ প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
২.৩৭	**৪.০ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস:** বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন ক্যাটাগরির ১৬৭টি এবং বিভাগীয় কার্যালয়সমূহের বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৮৩টি সহ মোট ২৫০টি নতুন পদ সৃজনের জন্য ১৫ জুন, ২০২৩ তারিখ প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে ১৮ জুন, ২০২৩ তারিখ পত্র পাওয়া যায়। উক্ত পত্রের মাধ্যমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগের নির্ধারিত চেকলিস্ট অনুযায়ী স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব প্রেরণের অনুরোধ করা হয়েছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব প্রস্তুত করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগের নির্ধারিত চেকলিস্ট অনুযায়ী স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব প্রস্তুত করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
২.৩৮	**৫.০ বোর্ডের নিজস্ব ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে ভূমির সংস্থান:** বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের নিজস্ব অফিস ভবন (কল্যাণ ভবন) নির্মাণের জন্য রাজউক এর আওতাধীন ঢাকা মহানগরীর মধ্যে যে কোন সুবিধাজনক স্থানে ৫(পাঁচ) একর ভূমি বরাদ্দ প্রদানের জন্য সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানিয়ে ৩ মে, ২০২৩ তারিখ পত্র প্রেরণ করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের নিজস্ব অফিস ভবন (কল্যাণ ভবন) নির্মাণের জন্য ৫(পাঁচ) একর ভূমি বরাদ্দ প্রদানের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানিয়ে পত্র	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

	হতে ১১ জুন ২০২৩ তারিখ কল্যাণ বোর্ডের নিজস্ব অফিস ভবন (কল্যাণ ভবন) নির্মাণের জন্য ৫(পাঁচ) একর ভূমি বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান সংক্রান্ত প্রস্তাবের বিষয়ে সমজাতীয় অন্যান্য অফিসের জন্য বরাদ্দকৃত ভূমির পরিমাণের সাথে প্রস্তাবিত ভূমির পরিমাণ সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা এ বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে বোর্ড হতে নিজস্ব অফিস ভবন (কল্যাণ ভবন) নির্মাণের জন্য ৫(পাঁচ) একর ভূমির যৌক্তিকতা উল্লেখ করে ২১ জুন, ২০২৩ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	প্রেরণ করতে হবে।	
২.৩৯	**৬.০ সরকারি মহিলা কর্মচারীগণের জন্য ঢাকায় ডরমেটরি/রেস্টহাউস নির্মাণের লক্ষ্যে ভূমির সংস্থান:** (১) সরকারি মহিলা কর্মচারীগণের জন্য ঢাকায় ডরমেটরি/রেস্টহাউস নির্মাণের জন্য বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অনুকূলে ১ একর ভূমি বরাদ্দের জন্য ৫ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখ চেয়ারম্যান, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বোর্ডের অনুকূলে ১ একর ভূমি বরাদ্দের বিষয়ে সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং চেয়ারম্যান, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ৩ মে, ২০২৩ তারিখ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে ৭ মে, ২০২৩ তারিখ সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে ১ একর ভূমি বরাদ্দের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে বোর্ডের অনুকূলে ১ একর ভূমি বরাদ্দের বিষয়ে চেয়ারম্যান, রাজউককে অনুরোধ করার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। (২) ভাড়ার বিনিময়ে ডরমেটরি/রেস্টহাউজ পরিচালনার সম্ভাব্য ব্যয় নিরূপনের জন্য ঢাকার মগবাজর ও নিউ ইস্কাটন রোডে ২টি বাড়ীতে যোগাযোগ করা হয়েছে। ৪ হাজার বর্গফুটের ১টি ফ্লোরস্পেস ভাড়া করতে হলে প্রতিবর্গফুট @৮০/- টাকা হারে মাসে আনুমানিক ৩ লাখ ২০ হাজার টাকা প্রয়োজন হতে পারে। মাসিক অন্যান্য ব্যয় (যেমন: কর্মচারীগণের বেতন, থাকার জন্য আনুষঙ্গিক মালামাল ক্রয়, বিছানা ও কক্ষ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য আনুষঙ্গিক মালামাল, বিদ্যুৎ ও পানির বিল, সার্ভিস চার্জ, ইত্যাদি) বাবদ আরো ১ লাখ টাকাসহ প্রতিমাসে আনুমানিক ৪ লাখ ২০ হাজার টাকা ব্যয় হতে পারে। সে হিসেবে প্রতিবছর আনুমানিক ৫০ লাখ টাকা প্রয়োজন হতে পারে। সরকার হতে প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান করা হলে **স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচি ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ন্যায় একটি পৃথক কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে** ডরমেটরি/ রেস্টহাউজ পরিচালনা করা সম্ভব হবে।	(১) ঢাকা শহরের বাহিরে কর্মরত সরকারি মহিলা কর্মচারীগণের জন্য ঢাকায় ডরমেটরি/রেস্টহাউস নির্মাণের জন্য বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অনুকূলে ১ একর ভূমি বরাদ্দের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড; (২) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
	(৩) অন্যদিকে ভাড়ার পরিবর্তে মগবাজর ও নিউ ইস্কাটন এলাকায় প্রতিবর্গফুট ১২ হাজার টাকা হারে ৪ হাজার বর্গফুটের ০১ টি নতুন ফ্ল্যাট ক্রয়ে আনুমানিক ৫ কোটি টাকা এবং আনুষঙ্গিক ব্যয় বাবদ আরো ১ কোটি টাকাসহ আনুমানিক ৬ কোটি টাকা প্রয়োজন হতে পারে। সরকারি অর্থে একটি নতুন ফ্ল্যাট ক্রয় করে **স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচি ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ন্যায় একটি পৃথক কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে** সরকারি মহিলা কর্মচারীগণের জন্য ঢাকায়	(৩) ভাড়ার পরিবর্তে ঢাকা শহরের মধ্যে ৪ হাজার বর্গফুটের ১টি নতুন ফ্ল্যাট ক্রয়ের নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়।	(৩) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড

	ডরমেটরি/ রেস্টহাউস স্থাপন করা সম্ভব হবে।		
২.৪০	**৭.০ বোর্ডের নিজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৫(পাঁচ) তারকা হোটেল নির্মাণের জন্য ভূমির সংস্থান:** বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের নিজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য ৫(পাঁচ) তারকা মানের ১টি আবাসিক হোটেল নির্মাণের নিমিত্ত বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অনুকূলে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এর সন্নিকটে রাজউক এর আওতাধীন ঢাকার উত্তরায় ন্যূনতম ৫(পাঁচ) একর ভূমি বরাদ্দের জন্য ২ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে ১৩ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখ চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রেরিত পত্রের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে চেয়ারম্যান রাজউক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক কমিটি গঠনপূর্বক বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের নিজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৫(পাঁচ) তারকা মানের ১টি আবাসিক হোটেল নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাই করতে হবে।	(১) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
২.৪১	**৮.০ সারা দেশে প্রসিদ্ধ হাসপাতাল/ক্লিনিক/ ডায়াগনস্টিক সেন্টার/ল্যাবরেটরির সাথে সর্বোচ্চ কম মূল্যে চিকিৎসাসেবা/প্যাথলজিক্যাল ল্যাব সেবা প্রদানের জন্য MOU সম্পাদন:** কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সর্বোচ্চ কম মূল্যে চিকিৎসাসেবা/ ডায়াগনস্টিক/প্যাথলজিক্যাল ল্যাব সেবা প্রদানের জন্য সারা দেশের প্রসিদ্ধ হাসপাতাল/ক্লিনিক/ ডায়াগনস্টিক সেন্টার/ল্যাবরেটরির সাথে MOU সম্পাদনের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পাওয়া গেছে। খসড়া MOU প্রস্তুতের বিষয়ে বিভাগীয় কার্যালয়সমূহে ১১ জুন, ২০২৩ তারিখ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। **ইতিমধ্যে বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী হতে খসড়া MOU পাওয়া গেছে।** অন্যান্য বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ হতে MOU এর খসড়া পাওয়া গেলে তা অনুমোদনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ হতে MOU এর খসড়া পাওয়া গেলে তা অনুমোদনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (২) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
২.৪২	**৯.০ বিবিধ: (ক) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচিতে ১২টি বড়বাস ও ৪টি মিনিবাসসহ মোট ১৬টি বাস ক্রয়:** বিশেষ গুরুত্ব বিবেচনাপূর্বক জরুরি ভিত্তিতে স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচির বাস্তব অবস্থা ও সার্বিক বিবেচনায় কমপক্ষে ১২টি বড়বাস এবং ৪টি মিনিবাসসহ মোট ১৬টি বাস ক্রয়ের অনুমতি প্রদানের জন্য ৩ মে, ২০২৩ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। ১২টি বড়বাস এবং ৪টি মিনিবাসসহ মোট ১৬টি বাস ক্রয়ের সম্মতি প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে ৭ জুন, ২০২৩ তারিখ অর্থ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। **(খ) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের তত্ত্বাবধানে কেয়ারগিভার/অ্যাটেন্ডেন্ট পুল সার্ভিস চালুকরণ:** অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের জন্য বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক কেয়ারগিভার সেবা প্রদানের সুবিধার্থে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত এসেসমেন্ট প্রক্রিয়ায় কমপিটেন্ট কেয়ারগিভারদের সাথে যোগাযোগের সুবিধার্থে তাঁদের বিস্তারিত তথ্যসহ তালিকা বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের নিকট প্রেরণের অনুরোধ করে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে পত্র প্রেরণ করা হয়। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ হতে ২০ জুন, ২০২৩ তারিখ একটি তালিকা পাওয়া	(ক) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহপূর্বক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন। **(খ) কেয়ারগিভার/অ্যাটেন্ডেন্ট পুল সার্ভিস সংক্রান্ত নির্দেশিকা** প্রস্তুত করে তা অনুমোদনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	(ক) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (২) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (খ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড

	গেছে। **কেয়ারগিভার/অ্যাটেন্ডেন্ট পুল সার্ভিস সংক্রান্ত নির্দেশিকা** প্রস্তুত করে তা অনুমোদনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।		
	(গ) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন দপ্তরে পত্র যোগাযোগ সেবা চালুকরণ: কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের আবেদনের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে পত্র যোগাযোগ সেবা চালু হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে সংশ্লিষ্ট সেবা সম্পর্কে অবহিত করার জন্য ২২ মে, ২০২৩ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	(গ) কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের আবেদনের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে পত্র যোগাযোগ সেবা প্রদানের বিষয়ে ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগ করতে হবে।	(গ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (২) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
	(ঘ) কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত মহিলা কর্মচারীগণের জন্য ড্রাইভিং ট্রেনিং চালুকরণ: (১) <u>মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি</u> এর আওতায় **ড্রাইভিং ট্রেনিং** কোর্স চালু করে কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত মহিলা কর্মচারীগণকে অগ্রাধিকার দিয়ে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের ওপর নির্ভরশীল মহিলাসহ অন্যান্য মহিলাদের স্বল্পমূল্যে গাড়িচালনায় প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।	(ঘ) (১) মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় ড্রাইভিং ট্রেনিং কোর্স চালু করে কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত মহিলা কর্মচারীগণকে অগ্রাধিকার দিয়ে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের ওপর নির্ভরশীল মহিলাসহ অন্যান্য মহিলাদের স্বল্পমূল্যে গাড়িচালনায় প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (২) পরবর্তী বোর্ড সভায় কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী ও তাঁদের স্পাউস (স্ত্রী/স্বামী) সহ পরিবারের নির্ভরশীল সদস্যদের স্বল্পমূল্যে গাড়িচালনায় প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়ে অনুমোদন নিতে হবে।	(ঘ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
	(২) বিআরটিসি এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের অপেক্ষাকৃত সাশ্রয়ী মূল্যে গাড়িচালনায় (Driving) প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য চেয়ারম্যান বিআরটিসিকে ০৬ জুন, ২০২৩ তারিখ অনুরোধ করা হয়।	(৩) স্বল্পতম সময়ের মধ্যে বিআরটিসি এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী ও তাঁদের স্পাউসদের (স্ত্রী/স্বামী) অপেক্ষাকৃত সাশ্রয়ী মূল্যে গাড়িচালনায় (Driving) প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।	(২) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
	(ঙ) অ্যাম্বুলেন্স ও ফ্রিজার ভ্যান সার্ভিস চালুকরণ: রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক এর কর্পোরেট সোস্যাল রেসপনসিবিলিটি (সিএসআর) থেকে অর্থায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অনুকূলে ফ্রিজার ভ্যান ও অ্যাম্বুলেন্স সরবরাহের বিষয়ে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড প্রয়োজনীয় যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছে।	(ঙ) রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক এর কর্পোরেট সোস্যাল রেসপনসিবিলিটি (সিএসআর) থেকে অর্থায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অনুকূলে ফ্রিজার ভ্যান ও অ্যাম্বুলেন্স সরবরাহের বিষয়ে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	(ঙ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড

৩.০ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডে তালিকাভুক্তির জন্য বিভিন্ন সংস্থা থেকে প্রাপ্ত নতুন আবেদনসমূহ বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ: বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, বোর্ড একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। ২০০৪ সালের ১ নং আইনের মাধ্যমে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড গঠিত হয়। আইনের ধারা (১) এর উপ-ধারা (৩) এ নিম্নবর্ণিত বিষয় উল্লেখ রয়েছে:
"এই আইন ধারা ২ (খ) এ সংজ্ঞায়িত কর্মচারী এবং সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে কর্তৃপক্ষ, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে কর্মচারী হিসাবে ঘোষণা করিবে সেই সকল কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে"।

CamScanner

আইনের বর্ণিত বিষয়ের প্রেক্ষিতে নিম্নবর্ণিত ১৯ (উনিশ) টি প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের তালিকাভুক্ত করা হয়েছে:

ক্রমিক	প্রতিষ্ঠানের নাম	মন্তব্য
০১	ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ	
০২	বাংলাদেশ চা বোর্ড	
০৩	বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)	
০৪	বাংলাদেশ পরমানু শক্তি কমিশন	
০৫	বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা কাউন্সিল	
০৬	বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি বোর্ড	
০৭	বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)	ibas++ এ অন্তর্ভুক্ত
০৮	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	ibas++ এ অন্তর্ভুক্ত
০৯	রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো	
১০	মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ (কেবলমাত্র প্রাক্তন চালনা এংকোরেজ এর কর্মচারীদের জন্য)	
১১	জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর	
১২	ফার্মাসি কাউন্সিল অব বাংলাদেশ	
১৩	হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্স ইনস্টিটিউট	
১৪	অভ্যন্তরীন নৌ পরিবহন সংস্থা	
১৫	বাংলাদেশ পরমানু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)	
১৬	ক্যাডেট কলেজসমূহ	
১৭	লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ	ibas++ এ অন্তর্ভুক্ত
১৮	বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি	
১৯	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	

উল্লেখ্য যে, সর্বশেষ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরকে ৩০ জুন, ২০১৯ তারিখ বোর্ডের ৩০তম সভার মাধ্যমে তালিকাভুক্ত করা হয়। বোর্ডের তালিকাভুক্ত ১৯ (উনিশ) টি প্রতিষ্ঠান হতে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (তহবিলসমূহ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিধিমালা, ২০০৬ এর বিধি (৭) ও (৮) অনুযায়ী কল্যাণ তহবিলের চাঁদা ও যৌথবীমার প্রিমিয়াম আদায় করা হয় এবং বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪ এর ধারা (১৬) ও (১৭) এর বিধানমতে কল্যাণ তহবিল ও যৌথবীমা তহবিল হতে অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে তালিকাভুক্ত ১৯টি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের নিকট হতে প্রাপ্তি ও ব্যয়ের তুলনামূলক বিবরণী নিম্নরূপ:

আয় (বাৎসরিক)			ব্যয় (বাৎসরিক)			মন্তব্য
খাতের নাম	প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ	কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সংখ্যা	তহবিলের নাম	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	উপকারভোগ সংখ্যা	
কল্যাণ চাঁদা	১,৪০,০০,০০০/-	৭,৭৫০ জন	কল্যাণ ভাতা	৬৭,৯২,০০০/-	২৮৩ জন	কল্যাণ চাঁদা প্রাপ্তির চেয়ে বছরে ব্যয়ের পরিমাণ ১১,৯৬,৪০০/- টাকা অর্থাৎ ৮.৫৪% বেশী। চাঁদা দাতাগণের মধ্যে ৬.৬৭% আবেদন করে থাকেন।
			সাধারণ চিকিৎসা	৮৪,০৪,৪০০/-	২৩৪ জন	
উপমোট	**১,৪০,০০,০০০/-**	**৭,৭৫০ জন**	**উপমোট**	**১,৫১,৯৬,৪০০/-**	**৫১৭ জন**	
যৌথবীমা প্রিমিয়াম	৯৩,০০,০০০/-	৭,৭৫০ জন	যৌথবীমা তহবিল	১,১৮,০০,০০০/-	৫৯ জন	যৌথবীমা প্রিমিয়াম প্রাপ্তির চেয়ে বছরে ব্যয়ের পরিমাণ ২৫,০০,০০০/- টাকা অর্থাৎ ২৬.৮৮% বেশী। প্রিমিয়াম প্রদানকারীগণের ০.৭৬% আবেদন করে থাকেন।
উপমোট	**৯৩,০০,০০০/-**	**৭,৭৫০ জন**	**উপমোট**	**১,১৮,০০,০০০/-**	**৫৯ জন**	
মোট	**২,৩৩,০০,০০০/-**	**৭,৭৫০ জন**	**মোট**	**২,৩৩,০০,০০০/-**	**৫৭৬ জন**	

১৮ অক্টোবর, ২০১৯ হতে ২২ জুন ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের তালিকাভুক্তির জন্য নিম্নবর্ণিত ২৩ (তেইশ) টি প্রতিষ্ঠান হতে আবেদন পাওয়া যায়:

ক্রমিক	প্রতিষ্ঠানের নাম	জনবলের সংখ্যা	মন্তব্য
০১	জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র	৬৩ জন	
০২	বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ	৫০জন	

CamScanner

০৩	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড)	৩৬৫ জন	
০৪	শিশু-মাতৃ স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, মাতুয়াইল, ঢাকা	৪৩ জন	
০৫	বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ	৪০ জন	
০৬	পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ	২৮৯ জন	
০৭	বাংলাদেশ ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক এন্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার (ব্যান্সডক)	৫৫ জন	ibas++ এ অন্তর্ভুক্ত
০৮	বাংলাদেশ রেফারেন্স ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল মেজারমেন্টস (বিআরআইসিএম)	১০৯ জন	
০৯	ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি (এনআইবি)	১২৬ জন	
১০	তথ্য কমিশন	৪০ জন	
১১	লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন	৫৪ জন	
১২	বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড	১২ জন	ibas++ এ অন্তর্ভুক্ত
১৩	বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)	২৫৭ জন	
১৪	ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)	৭৩ জন	ibas++ এ অন্তর্ভুক্ত
১৫	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	৯৪ জন	
১৬	বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ	৭৬ জন	ibas++ এ অন্তর্ভুক্ত
১৭	জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর	১৫৩ জন	
১৮	বাংলাদেশ মৎস গবেষণা ইনস্টিটিউট	৪৫ জন	
১৯	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার	৬৩ জন	ibas++ এ অন্তর্ভুক্ত
২০	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)	১৮০ জন	ibas++ এ অন্তর্ভুক্ত
২১	প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ	১২৯ জন	ibas++ এ অন্তর্ভুক্ত
২২	বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ	৩২ জন	ibas++ এ অন্তর্ভুক্ত
২৩	ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড	৪৮১ জন	
	মোট=	২৮২৯ জন	

বোর্ডের কার্যক্রম অনলাইনে সম্পাদনসহ অনুদানের অর্থ সেবাগ্রহীতাদের অনুকূলে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে EFT এর মাধ্যমে প্রেরণ করা হচ্ছে। সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে অনলাইনে আবেদনকারীদের যাচাই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ iBAS++ এর মাধ্যমে বেতন-ভাতাদি গ্রহণ করায় তাঁদেরকে খুব সহজে ভেরিফাই করা সম্ভব। কিন্তু অধিকাংশ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এখনও পর্যন্ত iBAS++ পদ্ধতির আওতাভূক্ত না হওয়ায় উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ভেরিফাই করা কষ্টসাধ্য। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের তালিকাভুক্ত ১৯টি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মাত্র ৩টি প্রতিষ্ঠান iBAS++ পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। উল্লেখ্য যে, ৩৩তম বোর্ড সভার "কমিটি গঠনের মাধ্যমে তালিকাভুক্ত যে সব প্রতিষ্ঠান সেবা গ্রহণে তৎপর নয় সে সকল প্রতিষ্ঠানসমূহকে বোর্ডের তালিকা হতে বাদ দিতে হবে। অন্যদিকে, যে সব প্রতিষ্ঠান তালিকাভূক্তির জন্য আবেদন করেছেন তাদের কার্যক্রম কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাই করে বোর্ডের তালিকাভূক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে" মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

উক্ত সিদ্ধান্তমতে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের বোর্ডে তালিকাভুক্তি এবং যে সব তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান তৎপর নয় সে সকল প্রতিষ্ঠানসমূহকে বোর্ডের তালিকা হতে বাদ দেওয়ার বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য ১৩ জুন, ২০২২ তারিখ ৫ (পাঁচ) সদস্যবিশিষ্ট ১টি কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী তালিকাভুক্ত ১৯টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩টি প্রতিষ্ঠান ব্যতিত বাকী ১৬ (ষোল) টি প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন সময়ে iBAS++ পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য বোর্ড হতে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বোর্ডের তালিকাভুক্তির জন্য নতুনভাবে আবেদনকৃত ২৩টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৮টি প্রতিষ্ঠান iBAS++ এ অন্তর্ভূক্ত হলেও ১৫টি প্রতিষ্ঠান এখনও পর্যন্ত iBAS++ এ অন্তর্ভূক্ত হয়নি। যেহেতু বোর্ডের কার্যক্রম অনলাইনে সম্পাদিত হচ্ছে কাজেই আবেদনকৃত প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানকে iBAS++ পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

আবেদনকৃত ২৩টি প্রতিষ্ঠানকে বোর্ডের তালিকাভুক্ত করা হলে বোর্ডের কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাবে এবং অধিক সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ বোর্ডের সেবা প্রাপ্য হবেন। **"জনসেবায় জনসেবক। আর জনসেবকদের কল্যাণে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড"**। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড অধিকসংখ্যক কল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারলে জনসেবকগণ শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থেকে জনগণের কল্যাণে নিজেদেরকে আরো বেশী নিয়োজিত করতে পারবে। আর এতে দেশের জনগণ তাঁদের কাঙ্খিত সেবা পাবেন। আবেদনকৃত ২৩টি প্রতিষ্ঠানকে বোর্ডের তালিকাভুক্ত করা হলে বোর্ডের সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের হিসাব নিম্নরুপ:

CamScanner

সম্ভাব্য আয় (বাৎসরিক)			সম্ভাব্য ব্যয় (বাৎসরিক)			মন্তব্য
খাতের নাম	কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সংখ্যা	প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ	তহবিলের নাম	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	উপকারভোগী সংখ্যা	
কল্যাণ চাঁদা	২৮২৯ জন	৫০,৯২,২০০/-	কল্যাণ ভাতা	২৪,৭২,০০০/-	১০৩ জন	কল্যাণ চাঁদা সম্ভাব্য প্রাপ্তির চেয়ে বছরে সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ ৭,৭৯,৮০০/- টাকা অর্থাৎ ১৫.৩১% বেশী হবে।
			সাধারণ চিকিৎসা	৩৪,০০,০০০/-	৮৫ জন	
উপমোট	**২৮২৯ জন**	**৫০,৯২,২০০/-**	**উপমোট**	**৫৮,৭২,০০০/-**	**১৮৮ জন**	
যৌথবীমা প্রিমিয়াম	২৮২৯ জন	৩৩,৯৪,৮০০/-	যৌথবীমা তহবিল	৪৪,০০,০০০/-	২২ জন	যৌথবীমা প্রিমিয়াম সম্ভাব্য প্রাপ্তির চেয়ে বছরে সম্ভাব্য ব্যয় ১০,০৫,২০০/- টাকা অর্থাৎ ২৯.৬১% বেশী হবে।
উপমোট	**২৮২৯ জন**	**৩৩,৯৪,৮০০/-**	**উপমোট**	**৪৪,০০,০০০/-**	**২২ জন**	
মোট	**২৮২৯ জন**	**৮৪,৮৭,০০০/-**	**মোট**	**১,০২,৭২,০০০/-**	**৫৭৬ জন**	

বর্ণিত ছক হতে দেখা যায় ২৩টি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানকে বোর্ডের তালিকাভুক্ত করা হলে-
(ক) কল্যাণ চাঁদা সম্ভাব্য প্রাপ্তির চেয়ে বছরে সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ ৭,৭৯,৮০০/- টাকা অর্থাৎ ১৫.৩১% বেশী হবে।
(খ) যৌথবীমা প্রিমিয়াম সম্ভাব্য প্রাপ্তির চেয়ে বছরে সম্ভাব্য ব্যয় ১০,০৫,২০০/- টাকা অর্থাৎ ২৯.৬১% বেশী হবে।

অর্থায়ন: আবেদনকৃত ২৩টি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানকে বোর্ডের তালিকাভুক্ত করা হলে বছরে মোট ব্যয়ের পরিমাণ দাড়াবে আনুমানিক ১ কোটি ০২ লাখ ৭২ হাজার টাকা এবং প্রতিষ্ঠানগুলো হতে সম্ভাব্য প্রাপ্তির পরিমাণ হবে ৮৪ লাখ ৮৭ হাজার টাকা। অর্থাৎ অতিরিক্ত ব্যয়ের পরিমাণ হবে ১৭ লাখ ৮৫ হাজার টাকা। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অনুমোদিত বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ ৫৩১ কোটি ৭৫ লাখ টাকা। সম্ভাব্য অতিরিক্ত ব্যয়িত অর্থ অনুমোদিত বাজেট বরাদ্দের মাত্র ০.০৩%। আবেদনকৃত ২৩টি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানকে বোর্ডের তালিকাভুক্ত করা হলে অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হবে তা বোর্ডের নিজস্ব আয় হতে পরিশোধ করা সম্ভব হবে। সার্বিক বিবেচনায়-

(১) তালিকাভুক্তির জন্য আবেদনকৃত ২৩টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে iBAS++ পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্ত ৮টি প্রতিষ্ঠানকে বোর্ডের তালিকাভুক্ত করে সেবা প্রদান করা যেতে পারে;

(২) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ন্যায় সমজাতীয় প্রতিষ্ঠান বিবেচনায় ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডকে তালিকাভুক্ত করে সেবা প্রদান প্রস্তাব অনুমোদন করা যেতে পারে। একইসাথে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে iBAS++ পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিষয়ে অনুরোধ করা যেতে পারে;

(৩) অবশিষ্ট ১৪টি প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ বিবেচনায় বোর্ডের তালিকাভুক্ত করা যেতে পারে এবং iBAS++ পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া সাপেক্ষে বোর্ড হতে সেবা প্রদানের নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা যেতে পারে।

এ পর্যায়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ও বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের চেয়ারম্যান অভিমত ব্যক্ত করেন যে, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অনলাইনে ভেরিফাই করে অনুদান প্রদানের সুবিধার্থে যে ৮টি প্রতিষ্ঠান iBAS++ পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে শুধুমাত্র তাদেরকে বোর্ডের তালিকাভুক্ত করা যেতে পারে। অবশিষ্ট ১৫টি প্রতিষ্ঠানকে iBAS++ পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া সাপেক্ষে বোর্ডের তালিকাভুক্ত করা যেতে পারে। পাশাপাশি বোর্ডের বর্তমান তালিকাভুক্ত ১৯টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যে সকল প্রতিষ্ঠান এখনও পর্যন্ত iBAS++ পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি তাদেরকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে iBAS++ পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য তাগিদপত্র প্রেরণ করতে হবে। এ বিষয়ে সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত: (১) আবেদনকৃত ২৩টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে iBAS++ পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্ত ৮টি প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের তালিকাভুক্ত করে বোর্ড হতে অনুদান প্রদানের অনুমোদন প্রদান করা হয়। অবশিষ্ট ১৫টি প্রতিষ্ঠানকে iBAS++ পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া সাপেক্ষে বোর্ডের তালিকাভুক্ত করে অনুদান প্রদানের বিষয়েও নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়।

(২) বোর্ডের বর্তমান তালিকাভুক্ত ১৯টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৬টি প্রতিষ্ঠান যারা এখনও পর্যন্ত iBAS++ পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি তাদেরকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে iBAS++ পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য তাগিদপত্র প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

CamScanner

৪.০ ঢাকা মহানগর ব্যতীত ৭টি বিভাগীয় পর্যায়ে ডায়াগনস্টিক ও ফিজিওথেরাপি সেন্টার স্থাপন:

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যগণ বিভিন্ন সময় নানা ধরনের শারীরিক অসুস্থতায়/জটিলতায় ভুগে থাকেন। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক এ সকল কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসা বাবদ ব্যয়ের একটি অংশ অনুদান হিসেবে প্রদান করলেও সরাসরি হাসপাতাল, ডায়াগনস্টিক সেন্টার, প্যাথলজিক্যাল ল্যাব সেবা বা ডাক্তারি সেবা প্রদানের কার্যক্রম ইতিপূর্বে গ্রহণ করা হয়নি। সরকারি কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের অসুস্থতাজনিত কারণে চিকিৎসকের পরামর্শক্রমে বিভিন্ন ধরনের প্যাথলজিক্যাল ল্যাব টেস্ট করার জন্য হাসপাতাল বা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে সেবা গ্রহণের প্রয়োজন হয়। বর্তমানে সরকারি কর্মচারীদের জন্য ঢাকায় কেন্দ্রীয়ভাবে ১টি সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল রয়েছে। বিভাগীয় পর্যায়ে সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম চলমান রয়েছে, যা সম্পন্ন হতে সময়ের প্রয়োজন। **বিভাগসমূহে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ডায়াগনস্টিক ও ফিজিওথেরাপি সেবার ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। কিন্তু চাহিদার তুলনায় ডায়াগনস্টিক ও ফিজিওথেরাপি সেবার প্রসার লাভ না করায় কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের জন্য বিশেষায়িত সুবিধাসহ ডায়াগনস্টিক ও ফিজিওথেরাপি সেন্টার স্থাপন করা জরুরি।**

সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সার্বিক কল্যাণের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের তত্ত্বাবধানে ঢাকা মহানগর ব্যতিত অন্য ৭টি বিভাগে ডায়াগনস্টিক ও ফিজিওথেরাপি সেবা প্রদান করা যেতে পারে। এতে একদিকে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ কম খরচে ডায়াগনস্টিক ও ফিজিওথেরাপি সেবা গ্রহণ করতে পারবেন। অন্যদিকে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের সেবার পরিধিও বৃদ্ধি পাবে।

অর্থায়ন:

(১) ডায়াগনস্টিক ও ফিজিওথেরাপি সেবা চালু করতে হলে প্রত্যেকটি বিভাগে জনবলের জন্য প্রতিমাসে ৬৪ লাখ ৫৪ হাজার টাকা এবং বছরে ৭ কোটি ৭৪ লাখ ৪৮ হাজার টাকার প্রয়োজন হবে;

(২) যন্ত্রপাতি ক্রয়ে এককালীন ৩৫ কোটি টাকার প্রয়োজন;

(৩) ৭ টি বিভাগে ডায়াগনস্টিক ও ফিজিওথেরাপি সেবা চালু করতে হলে প্রথম বছরে ৪২ কোটি ৭৪ লাখ ৪৮ হাজার টাকা এবং পরবর্তী বছর হতে ৭ কোটি ৭৪ লাখ ৪৮ হাজার টাকার প্রয়োজন হবে;

(৪) ১টি বিভাগে পাইলটিং হিসেবে ডায়াগনস্টিক ও ফিজিওথেরাপি সেবা চালু করতে হলে প্রথম বছরে ৫ কোটি ৬৪ লাখ ৫৪ হাজার টাকা এবং পরবর্তী বছর হতে ৬৪ লাখ ৫৪ হাজার টাকার প্রয়োজন হবে;

(৫) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের স্থায়ী আমানতের মুনাফা হতে সংশ্লিষ্ট ব্যয় পরিশোধ করা সম্ভব। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের বর্তমান স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগের পরিমাণ ৫৫৯ কোটি ৮২ লাখ টাকা এবং উক্ত বিনিয়োগ হতে বছরে কম/বেশী ৪৩ কোটি টাকা মুনাফা পাওয়া যায়।

সার্বিক বিবেচনায় বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের নিজস্ব অর্থায়নে কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের জন্য পাইলটিং হিসেবে বর্তমানে ১টি বিভাগে ডায়াগনস্টিক ও ফিজিওথেরাপি সেবা চালুর নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা যেতে পারে মর্মে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন।

এ পর্যায়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) খুলনা বিভাগে পাইলটিং হিসেবে ডায়াগনস্টিক ও ফিজিওথেরাপি সেবা চালুর বিষয়ে মত প্রদান করলে সকল সদস্য একমত পোষণ করেন। পাইলটিং হিসেবে খুলনা বিভাগকে নির্বাচন করায় বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সিদ্ধান্ত: বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের নিজস্ব অর্থায়নে কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যগণের জন্য পাইলটিং হিসেবে খুলনা বিভাগে একটি ডায়াগনস্টিক ও ফিজিওথেরাপি সেন্টার স্থাপন করে সেবা চালুর নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়।

বাস্তবায়ন: (১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।
(২) বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা।

৫.০ সরকারি হাসপাতালে কর্মচারী "কল্যাণ ডেস্ক" স্থাপন:

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড সরকারি ও বোর্ডের তালিকাভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে যে সকল সেবা প্রদান করে থাকে তন্মধ্যে সাধারণ রোগের চিকিৎসা অনুদান এবং জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান অন্যতম। চিকিৎসা গ্রহণের ক্ষেত্রে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন হাসপাতালে যেতে হয়। সরকারি/বেসরকারি হাসপাতাল হতে চিকিৎসা গ্রহণের ক্ষেত্রে হাসপাতাল সম্পর্কে যথাযথ তথ্য না জানার কারণে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ অনেকক্ষেত্রে সঠিক সেবা নিতে ব্যর্থ হন। ফলে রোগের জটিলতা আরো বৃদ্ধি পায়। কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের চিকিৎসা গ্রহণের সুবিধার্থে সরকারি হাসপাতালসমূহে কল্যাণ ডেস্ক স্থাপন করা যেতে পারে।

CamScanner

কল্যাণ ডেস্ক স্থাপিত হলে উক্ত ডেস্কের সহযোগিতায় সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যবৃন্দের মানসিক, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, অসুস্থ্যতা বিষয়ক বিভিন্ন সহায়তার পাশাপাশি ও রোগীর সুচিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে রোগীর রোগমুক্তির জন্য চিকিৎসক, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকেও সহায়তা করা সম্ভব হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে ঢাকা মেডিকেল হাসপাতাল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট, জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতালসহ অন্যান্য সরকারি হাসপাতালে কল্যাণ ডেস্ক স্থাপন করা যেতে পারে। উক্ত কল্যাণ ডেস্ক ২৪ X ৭ ভিত্তিতে সেবা প্রদান করবে। কল্যাণ ডেস্ক এর মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত কার্যবলী সম্পাদন করা সম্ভব হবে:

১. চিকিৎসার প্রয়োজনে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে হাসপাতালে ভর্তির বিষয়ে সহায়তা প্রদান;
২. অ্যাম্বুলেন্স ও ফ্রিজার ভ্যান এর প্রয়োজনীতা দেখা দিলে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;
৩. চিকিৎসককে রোগী সম্পর্কে তথ্য প্রদান;
৪. হাসপাতালের কল্যাণ ডেস্কের সাথে কল্যাণ বোর্ডের হেল্প ডেস্ক এর সংযোগ স্থাপন;
৫. বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে চিকিৎসা অনুদান প্রাপ্তিতে সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান;
৬. জরুরি প্রয়োজনে রক্তের সন্ধান।

হাসপাতালসমূহ হতে একটি রুম/স্পেস বরাদ্দ নিয়ে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অপরাপর কর্মসূচির ন্যায় একটি পৃথক কর্মসূচির আওতায় জনবল নিয়োগের মধ্যমে কল্যাণ ডেস্ক পরিচালনা করা যেতে পারে। সার্বিক বিবেচনায় একটি পৃথক কর্মসূচির আওতায় প্রাথমিকভাবে ঢাকা শহরে সরকারি হাসপাতালসমূহে কল্যাণ ডেস্ক স্থাপনের নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা যেতে পারে মর্মে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন।

এ পর্যায়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) উল্লেখ করেন যে, সরকারি হাসপাতালে কল্যাণ ডেস্ক স্থাপন একটি ভালো উদ্যোগ। হাসপাতালসমূহে কল্যাণ ডেস্ক স্থাপন করা হলে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ তাঁদের সেবা প্রাপ্তিতে সহযোগিতা লাভ করবেন এবং উপকৃত হবেন। অন্যান্য সদস্যগণও এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত: একটি পৃথক কর্মসূচির আওতায় প্রাথমিকভাবে ঢাকা শহরের যে কোন ১টি সরকারি হাসপাতালে "কল্যাণ ডেস্ক" স্থাপনের নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়।

বাস্তবায়ন: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

৬.০ বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহনির্মাণ ঋণ প্রদান:

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪ এর ৬ (ণ) তে নিম্নবর্ণিত বিধান রয়েছে:

"কর্মচারীদের স্বল্প ব্যয়ে আবাসিক প্লট প্রদান বা তাঁহাদের আবাসনের সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ"।

উক্ত বিধানের আলোকে ৩০ জুন, ২০১৯ তারিখ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ৩০তম বোর্ড সভায় "সরকারি কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের ন্যায় বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের কর্মচারীগণের আবাসনের জন্য গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন পূর্বক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে" মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের পরিপত্রের মাধ্যমে জারিকৃত সরকারি কর্মচারীগণের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহনির্মাণ ঋণ প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ও বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর কর্মচারীগণের জন্য গৃহনির্মাণ ঋণ প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালাসমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে। পর্যালোচনান্তে **বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর কর্মচারীদের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহনির্মাণ ঋণ প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা**'র খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রস্তুতকৃত খসড়া নীতিমালা পর্যালোচনাপূর্বক অনুমোদন করা যেতে পারে।

বোর্ড সভায় উপস্থাপিত খসড়া নীতিমালা পর্যালোচনা করা হয়। সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব উল্লেখ করেন যে, বাস্তবতার নিরিখে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে গৃহনির্মাণ ঋণ প্রদান যৌক্তিক এবং প্রস্তুতকৃত নীতিমালা অনুমোদন করা যায়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ঋণ প্রদানে বোর্ডের কি পরিমাণ আর্থিক সংশ্লেষ রয়েছে এবং কল্যাণমূলক কাজের উপর কোন প্রভাব পড়বে কিনা তা জানতে চাইলে বোর্ডের মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের জন্য গৃহনির্মাণ ঋণের ব্যবস্থা করা হলে বোর্ডের তহবিল হতে খুব বেশী অর্থের প্রয়োজন হবেনা। গৃহনির্মাণ ঋণ প্রদানের বর্তমান যে ৫টি ক্যাটাগরি রয়েছে উক্ত ৫ ক্যাটাগরির আওতায় ৫(পাঁচ) জনকে গৃহনির্মাণ ঋণ প্রদান করা হলে ঋণের পরিমাণ দাড়াবে ২ কোটি ৭০ লাখ টাকা মাত্র, যা ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধযোগ্য। সুদের টাকার ৪% কর্মকর্তা/কর্মচারী নিজেই পরিশোধ করবেন এবং বাকী ৫% বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের নিজস্ব তহবিল হতে পরিশোধ করতে হবে। বোর্ডের নিজস্ব তহবিল হতে বছরে ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত ২ কোটি ৭০ লাখ টাকার ৫% হিসেবে মাত্র ১৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা ব্যয় হবে। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের বর্তমান স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ৫৫৯ কোটি ৮২ লাখ টাকা যা, বিভিন্ন রাষ্ট্রায়াত্ত

ব্যাংকে বিনিয়োগ করা রয়েছে। উক্ত বিনিয়োগ হতে বছরে কম-বেশী ৪৩ কোটি টাকা মুনাফা পাওয়া যায়। মুনাফা থেকে প্রাপ্ত অর্থ কল্যাণমূলক কাজে ব্যবহারের পাশাপাশি গৃহনির্মাণ ঋণের সুদের ৫% অর্থাৎ ১৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা পরিশোধ করা সম্ভব হবে, যা স্থায়ী আমানত হতে বছরে প্রাপ্ত ৪৩ কোটি টাকার মাত্র ০.৩% এবং এতে বোর্ডের কল্যাণমূলক কাজের ক্ষেত্রে কোন সমস্যার সৃষ্টি হবেনা। এ পর্যায়ে সভার সকল সদস্য খসড়া নীতিমালা অনুমোদনের বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত: **বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহনির্মাণ ঋণ প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা'র খসড়া** অনুমোদন করা হয়। দ্রুততম সময়ের মধ্যে খসড়া নীতিমালা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন: (১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।
(২) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

০৭. বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শ্রমঘন কাজের জন্য সম্মানী প্রদান:
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, বোর্ডের ৩টি তহবিল রয়েছে: বোর্ড তহবিল, কল্যাণ তহবিল ও যৌথবীমা তহবিল। উক্ত তহবিলগুলোর মাধ্যমে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড অসামরিক সরকারি কর্মচারী, বোর্ডের তালিকাভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় কর্মরত এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীসহ প্রায় ১৯ লক্ষ কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যসহ প্রায় ১ কোটি সদস্যকে নিম্নবর্ণিত সেবাসমূহ প্রদান করে থাকে:

১. শিক্ষাবৃত্তি (১৩-২০ গ্রেড);
২. শিক্ষাবৃত্তি (সকল গ্রেডের অক্ষম/অবসরপ্রাপ্ত/মৃত);
৩. সাধারণ চিকিৎসা অনুদান;
৪. জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান;
৫. মাসিক কল্যাণ অনুদান;
৬. যৌথবীমার এককালীন অনুদান ;
৭. দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুদান (কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুজনিত);
৮. দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুদান (অক্ষম/অবসরপ্রাপ্ত অবস্থায় মৃত্যুজনিত);
৯. অফিসে যাতায়াতের জন্য পরিবহন (স্টাফবাস) সুবিধা;
১০. মহিলাদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ;
১১. ক্লাব/কমিউনিটি সেন্টারের বার্ষিক অনুদান;
১২. বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যে পরিমাণ জনবল প্রয়োজন পূর্বে হতে বোর্ডে সে পরিমাণ জনবল নেই। বোর্ডের কার্যক্রম অনলাইনে সম্পাদনসহ অনুদানের অর্থ সেবাগ্রহীতাদের অনুকূলে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে EFT এর মাধ্যমে প্রেরণ করা হচ্ছে। অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে অধিকতর স্বচ্ছতা এবং দ্রুততম সময়ে মধ্যে আবেদন নিষ্পত্তি হওয়ায় পূর্বের তুলনায় আবেদনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে প্রতিমাসে ২,৫০০ থেকে ৩,০০০ টি সাধারণ চিকিৎসা আবেদন এবং ২০০ টি জটিল রোগের আবেদন পাওয়া যায়। প্রতিমাসের আবেদন প্রতিমাসে নিষ্পত্তির বিষয়ে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) তে উল্লেখ রয়েছে। আবেদনগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রতিমাসে নিষ্পত্তি করতে প্রতিনিয়ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে অফিস সময়ের বাইরে এবং ছুটির দিনে কাজ করতে হয়।

১৩-২০ গ্রেডের সরকারি কর্মচারীর সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। প্রতি অর্থবছরে আনুমানিক ৮০ হাজার আবেদনপত্র যাচাই-বাছাইপূর্বক প্রায় ১ লাখ ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়। অর্থাৎ প্রতিদিন গড়ে ২৬৫টি আবেদন যাচাই-বাছাই করতে হয় যা, কষ্টসাধ্য ও শ্রমঘন।

"জনসেবায় জনসেবক। আর জনসেবকদের কল্যাণে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড"। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড অধিকতর কল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করলে জনসেবকগণ জনগণের কল্যাণে নিজেদেরকে আরো বেশী নিয়োজিত করতে পারবে। আর এতে দেশের জনগণ খুব সহজে তাদের কাঙ্খিত সেবা পাবেন। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড বেশ কিছু কর্মসূচি ইতোমধ্যে গ্রহণ করেছে এবং এ রকম আরো অনেক কর্মসূচি গ্রহণের সুযোগ রয়েছে।

বোর্ডের কাজের পরিধি বৃদ্ধি করে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের অধিকতর কল্যাণ সাধনের জন্য আরো কি কি কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে সে বিষয়ে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা এবং প্রধান কার্যালয়, ঢাকা কর্তৃক সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে নিয়ে বিভিন্ন সময় কর্মশালার আয়োজন করা হয়। অন্যান্য বিভাগ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় শহরে কর্মরত বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে নিয়ে মতবিনিময় সভা

CamScanner

করে। কর্মশালা ও মতবিনিময় সভায় নতুন নতুন অনেক কর্মসূচিসহ নানাবিধ স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ/প্রস্তাবনা পাওয়া যায়। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নসহ কর্মশালায় প্রাপ্ত সুপারিশ/প্রস্তাবনা বাস্তবায়নের জন্য কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে নির্ধারিত সময়ের বাইরে এবং ছুটির দিনে কাজ করতে হচ্ছে, যা কষ্টসাধ্য ও শ্রমঘন। এ ধরনের কষ্টসাধ্য ও শ্রমঘন কজের জন্য বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ বেতন-ভাতাদি ব্যতিত অন্য কোন অর্থনৈতিক সুবিধা পান না।

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় প্রতিবছর বাজেট প্রণয়ন কাজের সাথে জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে একটি মূলবেতনের সমপরিমাণ অর্থ সম্মানী হিসেবে প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় প্রতিটি অধিবেশন চলাকালে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের মূলবেতনের সমপরিমাণ অর্থ সম্মানী হিসেবে প্রদান করে থাকে। এছাড়া কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, এনসিটিবি, বাংলাদেশ সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন এর সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী বছরে একাধিকবার মূলবেতনের সমপরিমাণ অর্থ সম্মানী হিসেবে প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। সে বিবেচনায় বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে কষ্টসাধ্য ও শ্রমঘন কজের জন্য বছরে অন্তত ১টি মূলবেতনের সমপরিমাণ অর্থ সম্মানী হিসেবে প্রদান করা যেতে পারে। এতে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ অর্থনৈতিকভাবে উপকৃত হবেন ও কাজের প্রতি তাঁদের অধিক আগ্রহের সৃষ্টি হবে এবং কল্যাণমূলক কাজে নিজেদেরকে আরো বেশী নিয়োজিত করতে উৎসাহিত হবেন।

অর্থায়ন: বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে কষ্টসাধ্য ও শ্রমঘন কজের জন্য বছরে ১টি মূলবেতনের সমপরিমাণ অর্থ সম্মানী হিসেবে প্রদান করা হলে বছরে ৩১,৯৫,৮৯০/- (একত্রিশ লাখ পঁচানব্বই হাজার আটশত নব্বই) টাকা প্রয়োজন হবে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অনুমোদিত বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ ৫৩১ কোটি ৭৫ লাখ টাকা। ১টি মূলবেতনের সমপরিমাণ অর্থ সম্মানী হিসেবে প্রদানে যে ব্যয় হবে তা অনুমোদিত বাজেট বরাদ্দের মাত্র ০.০৬%। সরকার হতে উক্ত টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেলে বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে কষ্টসাধ্য ও শ্রমঘন কজের জন্য বছরে ১টি মূলবেতনের সমপরিমাণ অর্থ সম্মানী হিসেবে প্রদান করা সম্ভব হবে। সার্বিক বিবেচনায় বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে কষ্টসাধ্য ও শ্রমঘন কজের জন্য বছরে ১টি মূলবেতনের সমপরিমাণ অর্থ সম্মানী হিসেবে প্রদানের নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা যেতে পারে মর্মে মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন।

এ পর্যায়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ও বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের চেয়ারম্যান বোর্ডের সদস্যবৃন্দের নিকট হতে সম্মানী প্রদানের বিষয়ে মতামত জানতে চাইলে বিআরটিসি এর চেয়ারম্যান উল্লেখ করেন যে, বোর্ডের বর্তমান কার্যক্রমসমূহ দ্রুততার সাথে সম্পন্ন হচ্ছে এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন। কাজেই তাঁদেরকে ১টি মূলবেতনের সমপরিমাণ অর্থ সম্মানী হিসেবে প্রদান করা যেতে পারে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব উল্লেখ করেন যে, বোর্ডের কার্যক্রমে বর্তমানে অধিক স্বচ্ছতার সৃষ্টি হয়েছে এবং প্রতিমাসের আবেদনের অনুদান ঐ মাসেই পাওয়া যায়, যা বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই সম্ভব হয়েছে। কাজেই বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে ১টি মূলবেতনের সমপরিমাণ অর্থ সম্মানী হিসেবে প্রদান করা যেতে পারে। একইভাবে সকল বিভাগীয় কমিশনার ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ১টি মূলবেতনের সমপরিমাণ অর্থ সম্মানী হিসেবে প্রদানের বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত: বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে কষ্টসাধ্য ও শ্রমঘন কজের জন্য বছরে ১টি মূলবেতনের সমপরিমাণ অর্থ সম্মানী হিসেবে প্রদানের নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়।

বাস্তবায়ন: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

আলোচ্যসূচি ০৮। (ক) সরকারের অসামরিক সরকারি এবং বোর্ডের তালিকাভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় কর্মরত ১৩-২০ গ্রেড পদের কর্মচারীর সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি; অক্ষম/অবসরপ্রাপ্ত/মৃত সরকারি এবং বোর্ডের তালিকাভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি ও সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী দ্বারা পরিচালিত ক্লাব কমিউনিটি সেন্টারের অনুদান এবং কর্মসূচি শাখার কর্মচারীর চিকিৎসা, শিক্ষাবৃত্তি এবং দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুদান মঞ্জুরি সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় বাছাই কমিটি ও কেন্দ্রীয় উপকমিটি <u>পুনর্গঠনের ভূতাপেক্ষভাবে অনুমোদন।</u>

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, সরকারের অসামরিক খাতে কর্মরত এবং বোর্ডের তালিকাভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় কর্মরত ১৩-২০ গ্রেডের সকল পদের কর্মচারীর সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি; অক্ষম/অবসরপ্রাপ্ত/মৃত সরকারি এবং বোর্ডের তালিকাভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীর সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি ও সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী দ্বারা পরিচালিত ক্লাব কমিউনিটি সেন্টারের অনুদান এবং কর্মসূচি শাখার কর্মচারীর চিকিৎসা, শিক্ষাবৃত্তি এবং দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুদান মঞ্জুরি সংক্রান্ত ১টি কেন্দ্রীয় বাছাই কমিটি ও ১টি কেন্দ্রীয় উপকমিটি রয়েছে। বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামোতে অতিরিক্ত মহাপরিচালকের ১টি পদ সৃষ্টি হয়েছে এবং তাঁকে কেন্দ্রীয় বাছাই কমিটি ও কেন্দ্রীয় উপকমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করে কমিটিসমূহ পুনর্গঠন করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪ এর ২৫ নং ধারায় "এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এই আইনের বিধানাবলীর সাথে অসংগতিপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে, তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে চেয়ারম্যান যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং উক্ত সিদ্ধান্ত পরবর্তী বোর্ড সভায় অনুমোদিত হইতে হইবে" মর্মে উল্লেখ রয়েছে। আইনের ২৫ ধারার বিধানমতে দ্রুততার সাথে আবেদন নিষ্পত্তির জন্য সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড নথির মাধ্যমে নিম্নরূপভাবে ০২টি কমিটি অনুমোদন করেছেন:

CamScanner

(ক) কেন্দ্রীয় বাছাই কমিটি :

	বিদ্যমান কমিটি			প্রস্তাবিত কমিটি	
১।	পরিচালক(উন্নয়ন) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড	আহবায়ক	১।	অতিরিক্ত মহাপরিচালক বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড	সভাপতি
২।	উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব, সচিবালয় শাখা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য	২।	পরিচালক(উন্নয়ন) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড	সদস্য
৩।	উপপরিচালক(উন্নয়ন)/সহকারী পরিচালক (কর্মসূচি), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড	সদস্য	৩।	উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব, সচিবালয় শাখা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪।	প্রোগ্রামার/সহকারী প্রোগ্রামার, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড	সদস্য	৪।	উপপরিচালক(উন্নয়ন) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড	সদস্য
৫।	সিভিল সার্জন বাংলাদেশ সচিবালয় ক্লিনিকের একজন প্রতিনিধি	সদস্য	৫।	মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি (উপসচিব বা সমপর্যায়ের একজন প্রতিনিধি)/সিভিল সার্জন, বাংলাদেশ সচিবালয় ক্লিনিকের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৬।	সহকারী পরিচালক (কর্মসূচি)/গবেষণা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড	সদস্য-সচিব	৬।	সহকারী প্রোগ্রামার বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।	সদস্য
			৭।	সহকারী পরিচালক (কর্মসূচি)/গবেষণা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।	সদস্য-সচিব

বাছাই কমিটির কার্যপরিধি:

(ক) শিক্ষাবৃত্তি (কর্মরত), শিক্ষাবৃত্তি (অক্ষম/অবসরপ্রাপ্ত/মৃত), ক্লাব কমিউনিটি সেন্টারের অনুদান এবং কর্মসূচি শাখার কর্মচারীর চিকিৎসা সাহায্য, শিক্ষাবৃত্তি ও দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই করা।

(খ) কাগজপত্র যথাযথ আছে এমন আবেদনপত্রের অনুকূলে অর্থ মঞ্জুরির সুপারিশ এবং চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য উপকমিটির নিকট পেশ করা।

(গ) কমিটি প্রয়োজনে এক বা একাধিক সদস্যকে কো-অপ্ট করা যাবে।

(খ) কেন্দ্রীয় উপকমিটি:

	বিদ্যমান কমিটি			প্রস্তাবিত কমিটি	
১.	মহাপরিচালক বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড	সভাপতি	১.	মহাপরিচালক বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড	সভাপতি
২.	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব, সচিবালয় ও কল্যাণ অধিশাখা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।	সদস্য	২.	যুগ্মসচিব (সচিবালয় ও কল্যাণ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।	সদস্য
৩.	পরিচালক(উন্নয়ন) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড	সদস্য	৩.	অতিরিক্ত মহাপরিচালক বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড	সদস্য
৪.	অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের একজন প্রতিনিধি (উপসচিব পদমর্যাদা সম্পন্ন), বাংলাদেশ সচিবালয়।	সদস্য	৪.	অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের একজন প্রতিনিধি (উপসচিব পদমর্যাদা সম্পন্ন), বাংলাদেশ সচিবালয়।	সদস্য
৫.	উপপরিচালক(উন্নয়ন)/সহকারী পরিচালক (কর্মসূচি), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড	সদস্য-সচিব	৫.	পরিচালক(উন্নয়ন) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড	সদস্য
			৬.	প্রোগ্রামার বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড	সদস্য
			৭.	উপপরিচালক(উন্নয়ন)/সহকারী পরিচালক (কর্মসূচি), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড	সদস্য-সচিব

উপকমিটির কার্যপরিধি:

(ক) বাছাই কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত শিক্ষাবৃত্তি (কর্মরত), শিক্ষাবৃত্তি (অক্ষম/অবসরপ্রাপ্ত/মৃত), ক্লাব কমিউনিটি সেন্টারের অনুদান এবং কর্মসূচি শাখার কর্মচারীর চিকিৎসা সাহায্য, শিক্ষাবৃত্তি ও দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া আবেদনপত্র পুনঃ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা।

(খ) বাছাই কমিটি কর্তৃক আবেদনের অনুকূলে অনুদানের চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান।

(গ) কমিটি প্রয়োজনে এক বা একাধিক সদস্যকে কো-অপ্ট করতে পারবে।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪ এর ধারা ২৫ এর বিধানমতে কমিটি ২টির ভূতাপেক্ষ অনুমোদন প্রয়োজন মর্মে মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করলে সকল সদস্য একমত পোষণ করেন। এ পর্যায়ে মহাপরিচালক আরো উল্লেখ করেন যে, বর্তমান কেন্দ্রীয় উপকমিটি কর্তৃক শিক্ষাবৃত্তির আবেদনের অনুকূলে অনুদানের চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করা হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় উপকমিটির উপর অন্য কোন কমিটি না থাকায় কেন্দ্রীয় উপকমিটির নাম পরিবর্তন করে কেন্দ্রীয় কমিটি করা যেতে পারে। এ বিষয়েও সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত: (১) সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক আইন, ২০০৪ এর ধারা ২৫ এর বিধানমতে অনুমোদিত কমিটি ২টির ভূতাপেক্ষ অনুমোদন প্রদান করা হয়।

(২) কেন্দ্রীয় উপকমিটির নাম পরিবর্তন করে কেন্দ্রীয় কমিটি অনুমোদন করা হয়।

CamScanner

বাস্তবায়ন: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(খ) স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচি'র ১৭০টি ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৭১টি সহ মোট ২৪১টি পদ সংরক্ষণ:

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচির ১৭০টি এবং মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৭১টি সহ মোট ২৪১টি পদ বছরভিত্তিক সংরক্ষণ (Retention) করা হয়। ৩২তম বোর্ড সভায় উক্ত পদসমূহ ৩০ জুন, ২০২২ পর্যন্ত সংরক্ষণের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। পদগুলোর সংরক্ষণ মেয়াদ ৩০ জুন, ২০২৩ তারিখ শেষ হবে। কাজেই স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচির ১৭০টি এবং মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৭১টি সহ মোট ২৪১টি পদ ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত সংরক্ষণ (Retention) করা যেতে পারে। পদগুলো সংরক্ষণ (Retention) এর বিষয়ে সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত: বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচির ১৭০টি পদ এবং মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৭১টি পদসহ মোট ২৪১টি পদ ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত সংরক্ষণ (Retention) করা হয়।

বাস্তবায়ন: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(গ) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা, গবেষণা ও উন্নয়ন) পদের ভুতাপেক্ষ অনুমোদন:

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামোতে অতিরিক্ত মহাপরিচালকের ১টি মাত্র পদ রয়েছে। বোর্ড কর্তৃক নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করায় ১ জন অতিরিক্ত মহাপরিচালকের পক্ষে যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন কস্টসাধ্য। বোর্ডের কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পাদনের জন্য বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪ এর ২৫নং ধারা মোতাবেক সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর অনুমোদক্রমে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা, গবেষণা ও উন্নয়ন) নামে ১টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪ এর ২৫ ধারায় "এই আইনের উদ্দেশ্য পুরণকল্পে, এই আইনের বিধানাবলীর সাথে অসংগতিপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে, তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে চেয়ারম্যান যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং উক্ত সিদ্ধান্ত পরবর্তী বোর্ড সভায় অনুমোদিত হইতে হইবে" মর্মে উল্লেখ রয়েছে। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪ এর ধারা ২৫ এর বিধানমতে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা, গবেষণা ও উন্নয়ন) পদটির ভুতাপেক্ষভাবে অনুমোদন প্রয়োজন।

সিদ্ধান্ত: সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক আইন, ২০০৪ এর ধারা ২৫ এর বিধানমতে নতুন সৃষ্ট অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা, গবেষণা ও উন্নয়ন) পদটির ভুতাপেক্ষ অনুমোদন প্রদান করা হয়।

বাস্তবায়ন: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(ঘ) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে ষাণ্মাসিক ভিত্তিতে "কল্যাণ বার্তা" প্রকাশ:

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, কল্যাণ বোর্ড কর্মরত, অবসরপ্রাপ্ত এবং মৃত ১৯ লক্ষাধিক সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যসহ প্রায় ১ (এক) কোটি লোকের আর্থ সামাজিক নিরাপত্তা বিধানসহ তৃণমূল পর্যায়ে অধিকতর কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকার সেবা প্রদানের মাধ্যমে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক যে সকল সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে তন্মধ্যে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীর সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সাধারণ চিকিৎসা অনুদান, কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিজের জন্য জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান, কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের পরিবহন সেবা, কর্মকর্তা/কর্মচারীর উপর নির্ভরশীল মহিলাদের স্বল্পমূল্যে বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান, কর্মকর্তা/কর্মচারীর মৃত্যুতে কল্যাণ ভাতা, দাফন অনুদান এবং এককালীন যৌথবীমা অনুদান প্রদান অন্যতম।

উপরের বর্ণিত কাজের পাশাপাশি স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় পরিবহন সেবা প্রদানের জন্য ই-টিকেটিং সিস্টেম চালুকরণ, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড প্রাধিকারপ্রাপ্ত পিআরএল ভোগরত কর্মকর্তাগণের জন্য ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহারে কর্তৃপক্ষের সাথে পত্র যোগাযোগ, সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের মৃত্যুতে শোকবার্তা প্রদান, সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সার্কিট হাউজে বরাদ্দের জন্য সহযোগিতা প্রদান, আন্তঃবিভাগীয় পত্র যোগাযোগ সেবা চালু, কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের জন্য ফিজিওথেরাপি, প্যাথলজিক্যাল ও ডায়াগনস্টিক সেবা প্রদান করছে। ইতিমধ্যে **Hotline (কল্যাণ লাইন-১৬১০৯)** সেবা চালু করা হয়েছে। এছাড়া খুব শীঘ্রই বিমানবন্দর ও সরকারি হাসপাতালে কল্যাণ ডেস্ক স্থাপন, কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের মৃত্যতে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদনসহ মহিলা কর্মচারীগণের ঢাকায় সাময়িক অবস্থানের জন্য ডরমেটরি/রেস্টহাউজ সেবা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের এসকল কল্যাণমূলক কার্যক্রম নিয়ে ষাণ্মাসিক ভিত্তিতে কল্যাণ বার্তা প্রকাশ করা প্রয়োজন। কল্যাণ বার্তা সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বিভাগীয় কমিশনারবৃন্দ ও বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালকবৃন্দের নিকট হতে

CamScanner

লেখা সংগ্রহ করে প্রকাশ করা যেতে পারে। কল্যাণ বার্তা প্রকাশিত হলে বোর্ডের কার্যক্রমের ব্যাপক প্রচার হবে মর্মে মহাপরিচালক সভায় অবহিত করলে এ বিষয়ে সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত: বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের কল্যাণমূলক কার্যক্রম নিয়ে ষাণ্মাসিক ভিত্তিতে "কল্যাণ বার্তা" প্রকাশের বিষয়ে নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়।

বাস্তবায়ন: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(৬) সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের মৃত্যুতে শোকবার্তা প্রেরণ ও শ্রদ্ধানিবেদন এর ভুতাপেক্ষ অনুমোদন:

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, কল্যাণ বোর্ড সরকারি কর্মচারীগণের কল্যাণের মাধ্যমে আপামর জনগোষ্ঠীর মঙ্গলার্থে রাষ্ট্রের পক্ষে নানামুখী জনসেবামূলক কাজ করে যাচ্ছে। বোর্ড কর্তৃক বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে অন্যান্য কর্মকান্ডের মধ্যে অনুপ্রেরণা জাগরণে দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় শ্রদ্ধা নিবেদন, শোকবার্তা প্রকাশ ও পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীগণ জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময়/জীবনের সিংহভাগ মাঠ পর্যায় থেকে শুরু করে নীতি নির্ধারণ পর্যায় পর্যন্ত জনসেবায় নিয়োজিত থাকে। দায়িত্ব পালনে তাঁরা শত প্রতিকূলতাকে মোকাবেলা করে সরকারের সকল কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেন। বর্ণাঢ্য কর্মজীবনের মাঝে কেউ কেউ পৃথিবী হতে চলে যান। কেউবা চাকরি জীবন শেষ করে অবসর জীবনে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেন। জনসেবায় নিয়োজিত সরকারি (অসামরিক) কর্মচারীগণের দেশপ্রেম, ত্যাগ, তিতিক্ষা, শ্রম, মেধা, নিষ্ঠা ইত্যাদি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করে তাঁদের মৃত্যুতে শোক এবং আত্মার মাগফেরাত ও শান্তি কামনায় বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় শ্রদ্ধা নিবেদন, শোকবার্তা প্রকাশ এবং পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এতে শোকাহত পরিবারকে সান্ত্বনার পাশাপাশি কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হবে মর্মে আশা করা যায়। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের মৃত্যুতে শোকবার্তা প্রেরণ করা হচ্ছে। শ্রদ্ধানিবেদনের জন্য ধারণাপত্র প্রস্তুত করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। বোর্ড কর্তৃক সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের মৃত্যুতে শোকবার্তা প্রেরণ ও শ্রদ্ধানিবেদন এর ভুতাপেক্ষ অনুমোদন করা যেতে পারে মর্মে মহাপরিচালক সভায় অবহিত করলে সকল সদস্য এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত: (১) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের মৃত্যুতে শোকবার্তা প্রেরণ ও শ্রদ্ধানিবেদন এর বিষয়ে ভুতাপেক্ষ অনুমোদন করা হয়।

(২) শ্রদ্ধানিবেদন এর বিষয়ে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে প্রস্তুতকৃত ধারণাপত্র নীতিগত অনুমোদন করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ধারনাপত্রটি চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করবে।

বাস্তবায়ন: (১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।
(২) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

৯.০। বোর্ড সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দীন চৌধুরী
সিনিয়র সচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

CamScanner